

Teacher's Content

✓ কূটনৈতিক পরিভাষা

✓ আদর্শ / প্রথা / মতবাদ

✓ গুরুত্বপূর্ণ বই ও লেখক

Content Discussion

কূটনৈতিক পরিভাষা

ভিয়েনা কনভেনশন- ১৯৬১: কূটনৈতিবিদদের সুযোগ সুবিধা ও দায়-মুক্তির বিধান:

সুযোগ সুবিধাসমূহ হলো

ক. প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা খ. সকল Tax মুক্ত
গ. স্থানানুযায়ী House Rent ঘ. লাল পাসপোর্ট

দায়মুক্তি

ক. কখনো গ্রেফতার করা যাবে না।
খ. কোন ফৌজদারী মামলা করা যাবে না।
গ. Persona-Non grata (অবাঞ্ছিত রাষ্ট্রদূত) এর আওতাভুক্ত।

Persona Non Grata (Posting Cancel অবাঞ্ছিত রাষ্ট্রদূত):

কোন কূটনৈতিক কর্মকর্তা যে দেশে নিযুক্ত হন, তিনি যদি সেই দেশের সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য না হন তখন তাঁকে অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বলা হয়। Persona Non grata করা হয় নিম্নোক্ত কারণে:

ক. নৈতিকতার অবক্ষয়।
খ. ঐ দেশের সংবিধান লঙ্ঘন করলে।
গ. অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে।
ঘ. গোয়েন্দাগিরি করলে।

Gun Boat Diplomacy (The use of Naval Power)

(ভয় দেখানোর কূটনৈতিকতা): শক্তি প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, বৈরি দেশ বা শক্তিকে হটে যেতে বা দমে যেতে বাধ্য করার কৌশলকেই সাধারণত বলা হয় Gun Boat Diplomacy।

Diplomacy (কূটনীতি): Diplomacy is the management of Relation between nation by the representation in abroad. It is an art of preserving good international relations. (পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার্থে দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ প্রতিনিধি মারফত যে সম্পর্ক রক্ষা করা বা আলোচনা হয়, তাকেই বলা হয় কূটনীতি। এ ধরনের কার্যের সাথে যারা সম্পর্কিত থাকেন তাদেরকে বলা হয় কূটনীতিক। এছাড়া কোনো দেশের সরকার আপন দেশের স্বার্থে অন্য দেশের সরকারের সঙ্গে যে সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য তৎপরতা চালায়, সেগুলোও কূটনীতির অন্তর্ভুক্ত। জোট গঠন ও জোটের স্বার্থে পরিচালিত তৎপরতাও কূটনীতির আওতাভুক্ত।

According to Bismarck, "Politics is the art of possible and diplomacy is the art of making impossible possible".

Embassy (দূতাবাস): কূটনৈতিক মিশনের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত ভবন যার প্রধান একজন রাষ্ট্রদূত।

Diplomat (কূটনীতিবিদ): কূটনৈতিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। রাষ্ট্রদূত ও তার অধীনস্থ কূটনৈতিক মর্যাদা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলেই কূটনৈতিক বলে অভিহিত। যিনি বিদেশে অবস্থান করে দেশের স্বার্থ রক্ষা করেন তাকে Diplomat কূটনীতিবিদ বলে।

Ambassador (রাষ্ট্রদূত): স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রদূত কে Ambassador বলে। সর্বোচ্চ মর্যাদার কূটনৈতিক পদ। যেমন- বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র।

High Commissioner (রাষ্ট্রদূত): একটি commonwealth ভুক্ত স্বাধীন দেশ হতে অন্য একটি commonwealth ভুক্ত স্বাধীন দেশে যে রাষ্ট্রদূত যায় তাকে High commissioner বলে। যেমন- বাংলাদেশ-ভারত।

Nuncio: পোপের রাষ্ট্রদূতকে বলা হয়।

Envoy (বিশেষদূত): মন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূতের পদমর্যাদা সম্পন্ন যে কোন কূটনৈতিক এজেন্ট বা প্রতিনিধি যাকে তার প্রেরণকারী নিজস্ব রাষ্ট্র কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পাঠায় বা কোন বিদেশি সরকারের সঙ্গে বিশেষ কোন কাজ সমাধা করার জন্য পাঠানো হয় অথবা যাকে স্থায়ীভাবে কোনো রাষ্ট্রে কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এ দায়িত্ব পালন করেন। যেমন- শিল্পী, গায়ক, অভিনেতা, নায়ক-নায়িকা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী।

Charge De (the) Affairs (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত)

ক. ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রদূত ও
খ. প্রধান রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি।

Consul General: মহা বাণিজ্যিক রাষ্ট্রদূত। বাণিজ্যিক বিষয়গুলো দেখাশুনা করেন।

Counsellor (সমস্যা সমাধানকারী ও পরামর্শ প্রদানকারী): ঐতিহ্যগতভাবে মিনিস্টার/মিনিস্টার কাউন্সিলর এর নীচে ও প্রথম সচিবের উপরের কূটনৈতিক পদ (পরিচালক, উপ-সচিব মর্যাদার)। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে শব্দটি বানান Counselor হিসেবে লেখা হয়।

Economic Minister: অর্থনীতি বাজেট ও রেমিট্যান্স দেখাশোনা করে। অর্থনৈতিক সম্পর্কজনিত কার্যক্রম সম্পাদন করেন।

Economic Diplomacy (অর্থনৈতিক কূটনীতি): বর্তমান সরকার অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেগবান ও সক্রিয়

অর্থনৈতিক কূটনীতি। এর মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিবেশ, মানবাধিকার, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি। সরকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির যোগসূত্রে আরও সুসংহতভাবে স্থাপিত করেছে। মিশনসমূহ আজ অধিকতর গুরুত্বের সাথে অর্থনৈতিক কূটনীতি পরিচালনায় নিয়োজিত আছে। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকারি পদক্ষেপগুলো হচ্ছে :

- ক. রপ্তানী আয় বাড়ানো, বিদেশের বাজারে পণ্য প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাহ্রাসের প্রচেষ্টা চালানো।
- খ. বিদেশ থেকে স্বদেশে বৈধ উপায়ে অর্থ প্রেরণের জন্য উৎসাহদান ও বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলন, হস্তিরাধ, বিদেশে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।
- গ. সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি সাধনে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালানো, ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি।

Attache (দক্ষ ব্যক্তি) : কোন কোন কূটনৈতিক সার্ভিসে কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের এবং সাধারণত যারা তৃতীয় সচিবদের নীচে তাদেরকে এ্যাটাশে বা সহকারী এ্যাটাশে বলা হয়।

- ক. Air Attache
- খ. Military Attache
- গ. Agriculture Attache
- ঘ. Health Attache
- ঙ. Educational Attache
- চ. Cultural Attache ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত পরিলক্ষিত হয়।

Military Attache (সামরিক এ্যাটাকে) : কূটনৈতিক মিশনে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সামরিক ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা। একজন Naval & Military Attache-ও সামরিক বাহিনীর (Army) প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্বে থাকতে পারেন। মার্কিন ব্যবস্থায় এ ধরনের কর্মকর্তাকে Army Attache বলা হয়। কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে উহাকে উপদেষ্টা, প্রতিরক্ষা এ্যাটাশে, প্রতিরক্ষা লিয়ার্জো কর্মকর্তা (Adviser/ Defence Attache- Defence Liaison Officer, DLO) বলা হয়।

Recall (প্রত্যাহ্বান) : ক. অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে কোন মিশন প্রত্যাহ্বার। তবে স্থায়ীভাবে গুটিয়ে ফেলা অর্থ কূটনৈতিক সম্পর্কের অবসান হওয়া বুঝায় না। খ. অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে কোন মিশন প্রধানকে প্রত্যাহ্বার। সাময়িকভাবে প্রত্যাহ্বারকে অনেক সময় স্বাগতিক দেশের প্রতি প্রেরণকারী দেশের অসন্তুষ্টি বোঝায়। স্থায়ীভাবে প্রত্যাহ্বার দ্বারা বুঝানো হয় যে মিশন প্রধান দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। নতুন মিশন প্রধান স্বাগতিক দেশের রাষ্ট্র প্রধানের কাছে পরিচয় পত্র পেশকালে তার পূর্বসূরীর প্রত্যাহ্বান এর পক্ষে প্রত্যাহ্বান পত্র (Letter of Recall ও জমা দেন। অন্যান্য কূটনৈতিকদের মেয়াদ সমাপ্তিতে সদর দপ্তরে বদলী করাকেও প্রত্যাহ্বান বলা হয়।

Credential Paper- (রাষ্ট্রদূতের পরিচয় পত্র) রাষ্ট্রদূত হিসেবে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে নিয়োগের পত্র/পত্রাবলী যা তার রাষ্ট্রপ্রধান স্বাগতিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে লিখে থাকেন।

Ambassador at large (High official Diplomat) : যিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সকল কূটনৈতিক যোগাযোগ রাখেন।

Straw Vote (বেসরকারি ভোট) : কোনো বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের জন্য বেসরকারি ভোট গ্রহণ।

Diplomatic Bag (Crossed Bag) (কূটনৈতিক ব্যাগ) : যে থলেতে কূটনৈতিক চিঠিপত্র, দলিল ইত্যাদি একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রেরণ করা হয়। এধরনের ব্যাগ সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রতিনিধির উপস্থিতি ছাড়া খোলা যায় না। (উহার মধ্যে শ্রেণি বিন্যাসকৃত জিনিস থাকুক বা না থাকুক। যে কূটনৈতিক ব্যাগে শ্রেণি বিন্যাসকৃত (Classified) ডকুমেন্টস থাকে এবং বিশেষ সুরক্ষার দরকার তাকে crossed bag হিসেবে চিহ্নিত করা হয়; কেননা উহার লেবেল এ X চিহ্নিত থাকে।

Diplomatic Illness Certificate (কূটনৈতিক অসুস্থতার সনদ) : স্বাগতিক দেশের বা অন্য দেশের কোনো (সরকারি) অনুষ্ঠান পরিহার করার জন্য একজন কূটনৈতিক যে অসুস্থতার ভান করে।

Diplomatic Asylum (কূটনৈতিক আশ্রয়) : কোনো কূটনৈতিক মিশনে যখন স্বাগতিক দেশের পলাতক ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়া হয়।

রাষ্ট্রের চারটি স্তম্ভ :

- 1st State – সরকারী দল
- 2nd State – বিরোধী দল
- 3rd state – Civil Society / সুশীল সমাজ
- 4th Sate – Media/সংবাদপত্র

5th column (বিশ্বাসঘাতক) : যে জনতা গোপনে নিজ সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং শত্রুকে সাহায্য করে।

Ping Pong Diplomacy (পিং পং (টেবিল টেনিস কূটনীতি) : ১৯৭১ সালে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা চীনে অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন ক্রীড়াবিদরা এতে যোগ দেন এবং ১০ থেকে ১৭ এপ্রিল চীনে অবস্থান করে। তারা প্রদর্শনী খেলায় অংশ নেয় এবং চীনের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে। ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল চৌ এন লাই উক্ত দলকে আপ্যায়ন করেন এবং বলেন You opened a new phase of relation between PRC (The peoples Republic of China) and US. মার্কিন দল ঘোষণা করে যে, শীঘ্রই চীনা দলকে যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এটিই Ping Pong Diplomacy.

Consulate : Consulate is generally a sub-office in the Embassy it is located out side of the capital.

Consular: Consular Deals with VISA and citizen services.

Satellite State (স্যাটেলাইট স্টেট) : যে কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রভাবাধীন অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্র। যে দেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বা নীতি নির্ধারণে অন্য একটি শক্তিশালী দেশের প্রতি (স্বভাগতভাবে) অনুগত। স্নায়ুযুদ্ধের সময় পাশ্চাত্যে পরিভাষাটি দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবিত রাষ্ট্রগুলোকে বুঝানো হতো।

Extradition (বহিঃসমর্পণ): এক দেশের অপরাধীকে অন্যদেশে চুক্তির মাধ্যমে তার নিজ দেশে ফেরত পাঠানো।

Buffer State (বাফার রাষ্ট্র): দুটো বৃহৎ বিবাদমান রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ বা সংঘাত এড়ানোর জন্য দু'রাষ্ট্রের মাঝখানে যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয় বা বজায় রাখা হয় এবং যা অস্তিত্বশীল, সেই রাষ্ট্রকেই বলা হয় বাফার স্টেট। একসময় পোল্যান্ডকে জার্মানি ও তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিবাদ এর সময় বাফার স্টেট ভাবা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাফার স্টেট বলা হয় বেলজিয়ামকে।

Amicus Curry (এমিকাস কিউরী) (দক্ষ ব্যক্তি / আদালতের বন্ধু): যদি প্রচলিত আইনে বিচার করা না যায় তখন আদালত যাদেরকে পরামর্শের জন্য ডাকেন। উকিল, শিক্ষাবিদ। যেমন-

VAT: Value Added Tax. সরকার নির্দিষ্ট পণ্য ও নির্দিষ্ট income-এর উপর যে অর্থ ধার্য করে এবং নাগরিকরা প্রত্যক্ষ সুবিধা ছাড়াই সরকারকে প্রদান করে তাকে TAX বলে।

Excise Duty (আবগারি শুল্ক): দেশীয় উৎপাদিত পণ্যের উপর যে কর তাই (কৃষিপণ্য ব্যতীত)।

সমনজারী: আদালতে ডেকে জিজ্ঞাসা করা।

সূয়োমাটো রুল: স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে হাইকোর্টের বিচারকদের রুল জারির ক্ষমতা।

Review (রিভিউ): মামলা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন।

রিভিশন: নিম্ন আদালতের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলার রায়।

১৪৪ ধারা: চলন, কর্ম এর উপর নিষেধাজ্ঞা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জারি করবে। জেলা পর্যায় হলে DC নিষেধাজ্ঞা জারি করবে।

১৪৫ ধারা: সম্পত্তিতে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা তবে পচনশীল দ্রব্য হলে প্রবেশ করতে পারবে।

৪২০ ধারা: সম্পত্তি নিয়ে প্রতারণার শাস্তির বিধান।

Para Tariff: অবকাঠামো বাধা। যেমন- ব্যাংক, বীমা, কাস্টমস।

Demand (চাহিদা): আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ, পাবার ইচ্ছা ও অর্থ ব্যয়ের মানসিকতা থাকলে তাকে চাহিদা বলে।

Growth Rate (প্রবৃদ্ধি): গত আর্থিক বছরের তুলনায় এই আর্থিক বছরের GDP (Gross Domestic Product) এর যে বৃদ্ধি তার শতকরা হারকে Growth Rate (প্রবৃদ্ধি) বলে।

কারফিউ: এটি সাক্ষ্য আইন। সংবিধানের কোথাও এর উল্লেখ নেই। এ সময় গুলি করার নির্দেশ থাকে।

Yellow Journalism (অপসংবাদিকতা / হলুদ সাংবাদিকতা): মিথ্যা তথ্য বা ছবি ছাপিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা।

Consul (কনসাল): কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যিনি সংশ্লিষ্ট দেশের বাণিজ্যিক এবং প্রবাসী নাগরিকদের স্বার্থ দেখাশোনা করেন। একজন কনসালকে একজন কূটনীতিক থেকে আলাদা দেখা হয় যদিও বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বেশ অস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

De Facto (প্রকৃত, কার্যত): আইনী দৃষ্টিতে যাই হোক, কার্যত যা বিদ্যমান বা অস্তিত্বশীল তাকেই বলে ডি ফ্যাকটো। যেমন কোন দল বা বিদ্রোহী গোষ্ঠী বিদ্রোহ ঘোষণা করে ক্ষমতাসীন সরকারের সমান্তরাল সরকার হিসেবে ঘোষণা করতে পারে এবং ক্ষমতাও করায়ত্ত করতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কোন সরকার অন্য সরকারকে ডে ফ্যাকটো শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে যদিও তার কোন আইনত ভিত্তি নেই। কিন্তু তিনি যদি আইনবলে বা বৈধ পন্থায় ক্ষমতা অর্জন করতেন তখন তিনি হতেন ডি জুর (De Jure) বা আইন বলে নিয়ন্ত্রক।

De Jure (আইন বলে): আইনগত স্বীকৃতি হচ্ছে ব্যক্ত স্বীকৃতির অন্তর্ভুক্ত। আইনগত স্বীকৃতি হচ্ছে কোন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। এটি বলতে বুঝায় কোন রাষ্ট্রের সরকারের স্বীকৃতিকে। কোন প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য কোন সরকারকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বীকার করে নিয়ে সে সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক এবং অন্যান্য সম্পর্ক স্থাপন করাকেই আইনগত স্বীকৃতি বলা হয়। অর্থাৎ আইনগত স্বীকৃতি হচ্ছে কোন রাষ্ট্র বা সরকারকে পুরোপুরি স্বীকার করে নেয়া যার ফলে স্বীকৃতি প্রদানকারী রাষ্ট্র এবং স্বীকৃত রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক আইনের সাবজেক্ট হিসেবে পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।

Detente (দাঁতাত/দেতন্ত): ফরাসী শব্দ যার অর্থ দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনা বা বৈরীতা হ্রাস, টানাপোড়ন অবসান। এর অর্থ দু'দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক পূর্ণস্থাপন নয় বরং আপাতত: উত্তেজনা হ্রাস ও শত্রুতার অবসান যা ভবিষ্যত সুসম্পর্কের ভিত্তি ও পরিবেশ রচনা করবে। স্নায়ুদ্ধকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে উত্তেজনা হ্রাসের লক্ষ্যে সম্পাদিত চুক্তি, উদ্যোগ ও আলোচনাকে দাঁতাত বলে উল্লেখ করা যায়। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারী অনুসারে শব্দটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার করা হয় সত্তরের দশকের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মধ্যে, উত্তেজনা যথেষ্ট হ্রাসের ফলে বিদ্যমান পরিস্থিতি বুঝাতে শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো।

Diplomatic Flag (কূটনৈতিক পতাকা): কোন রাষ্ট্র কর্তৃক উহার কূটনৈতিক প্রাঙ্গণে (premises) এবং মিশন প্রধান কর্তৃক ব্যবহৃত গাড়িতে যে পতাকা ব্যবহার করা হয়। উহা অবশ্য জাতীয় পতাকার মতো একই রকম হওয়া জরুরী নয়। বৃটেনের কূটনৈতিক পতাকা হচ্ছে যুক্তরাজ্যের রাজকীয় পতাকা (মধ্যবিন্দুতে রাজকীয় অস্ত্র যার চতুর্দিকে আছে সবুজ ফুলের মালা)। বৃটিশ হাইকমিশনাররা অবশ্য যুক্তরাজ্যের পতাকা ব্যবহার করেন। কোন দেশের স্থায়ী মিশনও কূটনৈতিক মিশনের মতো পতাকা উড়ানোসহ উহার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অধিকারী। বিশেষ মিশন সমূহকেও (Special Missions) অনেকটা একইভাবে দেখা হয়।

Disarmament (নিরস্ত্রীকরণ) : সাধারণভাবে নিরস্ত্রীকরণ বলতে বোঝায় মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট ধরনের বা সকল প্রকার অস্ত্র হ্রাস করা (পরিপূর্ণ উচ্ছেদ), উৎপাদিত অস্ত্র ধ্বংস করা বা উৎপাদন বন্ধ করা।

Dollar Diplomacy (ডলার কূটনীতি) : এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির অপর নাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন ব্যবসা-বাণিজ্য, তথা সমগ্র মার্কিন অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বার্থে এবং প্রভাববলয় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ‘আন্তর্জাতিক মৈত্রী’, ‘অনুন্নত বিশ্বের অর্থনীতির পুনর্গঠন’, ‘কমিউনিজমের আক্রমণ থেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা’ ইত্যাদির নামে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে শত শত কোটি ডলার ঋণ ও সাহায্য প্রদান করে। কার্যত এই ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে মার্কিন পণ্যের একচেটিয়া বাজার বজায় রাখার প্রয়াস চালানো হয় এবং ঋণ বা সাহায্য-গ্রহীতা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ইত্যাদির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করা হয়।

Dual Nationality (দ্বৈত নাগরিকত্ব) : একই ব্যক্তির পক্ষে দু’দেশের নাগরিক হওয়াকে দ্বৈত নাগরিক বলে। যেমন: একজন বাংলাদেশি নাগরিক একই সাথে অস্ট্রেলিয়ার বা মার্কিন বা ব্রিটিশ পাসপোর্ট হোল্ডার হলে তিনি দ্বৈত নাগরিক বলে অভিহিত হবেন।

Enclave (ছিটমহল) : ছিটমহল বলতে বোঝায় একটি রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ড থেকে চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অংশ, যা অন্য রাষ্ট্রের ভূমি বা জলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত। যেমন- দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের (বাংলাদেশ) মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ ও যাতায়াত সংশ্লিষ্ট ভিন্ন রাষ্ট্রটির (ভারত) মধ্য ছাড়া সম্ভব নয়।

Environmental Diplomacy (পরিবেশ কূটনীতি) : পরিবেশ কূটনীতি ধারণাটি তুলনামূলকভাবে নতুন কিন্তু এ প্রত্যয়টি ক্রমাগত ব্যবহৃত হচ্ছে কূটনৈতিক, সরকারি নীতি-নির্ধারক, গবেষক এবং পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে। এ প্রত্যয়টির উৎপত্তি হিসেবে বলা যায় পরিবেশের বিপর্যয় ও তার পরিণতি সম্পর্কে মানুষের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা। ধরিত্রী সম্মেলনই (Earth Summit) মূলত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ ইস্যুকে উন্নয়ন কার্যসূচীর (development agenda) মধ্যে স্থান করে নিতে সহায়তা করে। উক্ত ঐতিহাসিক সম্মেলনকে পরিবেশ কূটনীতির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

Foreign Minister (পররাষ্ট্র মন্ত্রী) : কোন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাজনৈতিক প্রধান। সাধারণত রাজনৈতিক প্রতিনিধিরাই এধরনের দায়িত্ব পালন করেন।

Foreign Office (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) : পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত কার্যালয়। কোন কোন দেশে উহা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ), বৈদেশিক মন্ত্রণালয় (ভারত) (Ministry of External Affairs), পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (গ্রেট ব্রিটেন), ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) নামে পরিচিত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সাধারণত ভৌগোলিক বিভাজনের মাধ্যমে (যেমন দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ, ইউরোপ বিভাগ) বা বিষয়ভিত্তিক বিভাজনের ভিত্তিতে (বাণিজ্যিক বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ) সাধিত হয়।

Foreign Policy (পররাষ্ট্রনীতি) : বহির্বিশ্বের সাথে কোন দেশের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুসৃত নীতি। (২) কোন রাষ্ট্র কর্তৃক বহির্বিশ্বের সাথে অনুসৃত সমস্ত (অর্থনৈতিক নীতিসহ নীতি)।

Foreign Secretary (পররাষ্ট্র সচিব) : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (যেমন বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান)। কোন কোন দেশে (যেমন কেনিয়া) বলা হয় Permanent Secretary in the Ministry of Foreign Affairs। ব্রিটেনে উক্ত পদকে বুঝাতে Permanent Under Secretary of State পরিভাষা ব্যবহৃত হয়।

Plebiscite (গণভোট) : নিয়মতান্ত্রিক জাতীয় নির্বাচন থেকে বিষয়টি আলাদা। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক সময় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় যেমন : কোন দেশের সাথে ইউনিয়ন গঠন বা কোন দেশের সাথে ভূখণ্ডটি যোগদান করবে ইত্যাদি। যেমনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়।

Protocol (প্রটোকল) : কূটনৈতিক রীতিপদ্ধতির (procedures) নিয়মকানুন (rules) বিশেষত যা সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের, অন্যান্যদের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্বীকৃত পদমর্যাদা অনুযায়ী সরকারি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যা প্রয়োগ করা হয়। সরকারি ও প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডে এধরনের নিয়মকানুনের প্রয়োগ বেশি এবং একারণেই হয়তো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রাচার প্রধানকে (Chief of Protocol)-কে আনুষ্ঠানিকতার গুরু (Master of Ceremonies) বলা হয়। (২) কোন চুক্তির সংযুক্তি (৩) চুক্তির (treaty) তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম আনুষ্ঠানিক এগ্রিমেন্ট (৪) কোনো সম্মেলন এর কার্যবিবরণী (minutes) অথবা যা ঘটেছে তার আনুষ্ঠানিক রেকর্ড যেমন- Protocol of Deposit of an Instrument of Ratification.

Second Track Diplomacy (সেকেন্ড ট্রাক ডিপ্লোম্যাটসী) : দুই বা ততোধিক বিবাদমান দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সাধারণত উভয় দেশের পেশাদার কূটনৈতিকগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু সমস্যা সমাধানে অনেক সময় পেশাদার কূটনৈতিকগণ ব্যর্থ হন। ফলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে দেশের সিভিল সমাজ এগিয়ে আসেন। সিভিল সোসাইটি, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মিডিয়া ও শিক্ষাবিদ কর্তৃক এরূপ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগকেই যা পরিণামে আস্থা সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা গ্রহণে Confidence Building Mesmas CBMs বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেকেন্ড ট্রাক ডিপ্লোম্যাটসী বলে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্বের কারণে এধরনের কূটনৈতিক উদ্যোগের ভূমিকা অপরিসীম।

Summon (তলব করা) : কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা বিবাদপূর্ণ উদ্বেজনা কর কোনো বিষয়ে স্বাগতিক দেশের অবস্থান জানাতে সে দেশে দায়িত্ব প্রাপ্ত মিশন প্রধানকে ডাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান (সাধারণত লিখিতভাবে) নোট ভারবেল হস্তান্তরের মাধ্যমে জানান। জরুরী বিবেচনায় এধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

Track III Diplomacy (ট্রাক থ্রি কূটনীতি) : ট্রাক টু যেমন হচ্ছে বেসরকারি সংস্থা সমূহের জড়িত হওয়া (Non-governmental Organisations) সেক্ষেত্রে ট্রাক থ্রি হচ্ছে দাতাগোষ্ঠী যেমন বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, জাইকা প্রভৃতি সংস্থা সমূহ কর্তৃক বিবাদমান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আস্থা-সৃষ্টিকারী উদ্যোগে Confidence-Building Measures, CBM, সহায়তা প্রদান।

Virtural Diplomacy (যথার্থ কূটনীতি) : কূটনীততে সাম্প্রতিক তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নয়নের প্রভাব বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

Blue Books (Blue Books) : নীল মলাটে বাঁধানো ইংল্যান্ডের ব্যবস্থাপক সভার বা রাজসভার বিবরণী পুস্তক। ফ্রান্স, ও চীনে এই পুস্তককে ইয়োলো বুক, জার্মানি ও পর্তুগালে 'হোয়াইট বুক' ইতালিতে 'গ্রিনবুক' এবং জাপানে 'থ্রুবুক' বলা হয়।

আদর্শ/প্রথা/মতবাদ

Domino Theory (ডমিনো তত্ত্ব) : ইন্দোচীনে যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় পুরো এলাকাটিকে মার্কসবাদী হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক চীনের উত্থানও যুক্তরাষ্ট্রকে শংকিত করে তোলে। এ প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মি. ডালেস (Foster Dulles) এ তত্ত্বটি প্রণয়ন করেন। এর সার কথা হচ্ছে যে যদি একটি দেশ কমিউনিস্ট বলয়ে চলে যায় তবে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য দেশও কমিউনিস্ট বলয়ে চলে যায়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মতো মধ্য আমেরিকাতেও যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য সোভিয়েত সম্প্রসারণমূলক হুমকির কথা বলে এসেছে। ওয়াশিংটন এ অঞ্চলেও ডমিনো প্রতিক্রিয়ার জিকির তোলে। অবশ্য এ তত্ত্ব পরিণামে ব্যর্থ হয় এবং কার্যকর হয়নি।

Monroe Doctrine (মনরো নীতি) : ১৮২৩ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো ইউরোপ এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা করেন, সেটিই ইতিহাসে মনরো ডকট্রিন বা মনরো-নীতি নামে প্রসিদ্ধ। এই নীতির তিনটি প্রধান দিক হল : ক. এখন থেকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে কোন ইউরোপীয় শক্তির উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা চলবে না; খ. ইউরোপীয় শক্তিসমূহ তাদের ব্যাপার নিয়ে যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়, আমরা (যুক্তরাষ্ট্র) তাতে কখনো অংশ নিই না এবং নেব না, কারণ তা আমাদের নীতির পরিপন্থী এবং গ. এই দুই মহাদেশের কোথাও কোনো ইউরোপীয় শক্তি তাদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করলে, আমরা সেটাকে আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি বিপজ্জনক বলে বিবেচনা করব। ১৮২৩ সালে রাশিয়া (আলাস্কা তখনও রাশিয়ার দখলে) আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলকে রুশ ছাড়া অন্য সকল দেশের জাহাজের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ নিলে এবং অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার তথাকথিত 'হলি এলায়েন্স' বা পবিত্র সংঘবদ্ধতার ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ আমেরিকার নবগঠিত প্রজাতন্ত্রসমূহে হামলার আশঙ্কা দেখা দিলেই প্রেসিডেন্ট মনরো এই নীতি ঘোষণা করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ এই নীতিকে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, দুই আমেরিকা মহাদেশ থেকে ইউরোপীয় শক্তির উচ্ছেদ ঘটিয়ে সে স্থলে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য কায়মই ছিল মনরো-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। গত ১৮০ বছর ধরে উক্ত নীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে আরো বিস্তারিতরূপে।

Transshipment and Transit (ট্রান্সশিপমেন্ট ও ট্রানজিট) : ট্রান্সশিপমেন্ট হলো একটি দেশের পণ্য তাদের পরিবহনে ঐ দেশের সীমান্ত পর্যন্ত আসার পর সেসব সামগ্রী যে দেশের মধ্যদিয়ে নিয়ে নেওয়া হবে সে দেশের বাহনে তুলে গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া। আর ট্রানজিট হচ্ছে অন্য দেশের মালামাল তাদের নিজস্ব যানবাহনে আরেক দেশের মধ্যে দিয়ে গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া। যেমন : ভারতের মুম্বাই থেকে ১০ টন সোডা এ্যাশ যদি ভারতীয় ট্রাকে করে এসে বেনাপোল দিয়ে সেই ট্রাক চুকে আরিচাঘাট পার হয়ে কুমিল্লা দিয়ে আগরতলা যায় তবে তাকে বলে ট্রানজিট। আর ১০ টন মাল বেনাপোলের অপর পাড়ে হরিদাসপুর আসার পর বাংলাদেশের সোনার বাংলা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির একটি ট্রাকে চাপিয়ে তা কুমিল্লা সীমান্তে ভারতীয় বর্ডার বরাবর নামিয়ে দেয় তখন তাকে বলা হয় ঐ ১০ টন সোডা এ্যাশের ট্রান্সশিপমেন্ট।

Transit (ট্রানজিট): ট্রানজিট হলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা। কোন দেশ তার নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পরিবহনের সুবিধার জন্য চুক্তির মাধ্যমে অন্যদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহারের সুযোগ পেলে তাকে ট্রানজিট বলে। স্থলপথ, জলপথ কিংবা আকাশপথেও এই ট্রানজিট হতে পারে। বাণিজ্য সুবিধার জন্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেক দেশে এ ব্যবস্থা চালু আছে। বাংলাদেশ ও ভারতের বাণিজ্য আলোচনায় ট্রানজিট বলতে ভারতীয় সরকারের স্থলবাহী পরিবহন কর্তৃক বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যসমূহ বা একইভাবে বিপরীতক্রমে পণ্য চলাচলের অধিকারকে বুঝায়। আবার ট্রান্সশিপমেন্ট বলতে একই সুবিধা বাংলাদেশের মালিকানাধীন যান ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবহন বুঝায়।

Tariff (টেরিফ): A list of Tax (করের একটি তালিকা)

কাস্টমস (প্রথা/শুল্ক): আমদানি, রপ্তানি পণ্যের ওপর যে TAX সেটাই কাস্টমস।

Tariff (শুল্ক):

ক. আমদানীযোগ্য পণ্যের উপরে আরোপিত শুল্ক। উহা মূল্যানুপাতিক (ad valorem) হারে অথবা সুনির্দিষ্ট হারে আরোপ করা হয়।
উহা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

খ. শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, এমনি ধরনের আমদানি করা ও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকা।

গ. কোনো চুক্তির পক্ষভুক্ত দেশের ন্যাশনাল ট্যারিফ শিডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এমনতর কাস্টমস ডিউটি।

Everything But Arms-EBA (অস্ত্র ব্যতিত সবকিছুই) : ইউরোপীয় ইউনিয়ন উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে রপ্তানীক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা (জিএসপি) দিয়ে থাকে। উক্ত ব্যবস্থার অধীনে রুলস অফ অরিজিন পূরণ করা সাপেক্ষে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো ই. ইউ.-তে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উপর ধার্যকৃত শুল্কের (১২.৫০%) উপরে যথাক্রমে ১৫% ও ১০০% শুল্ক সুবিধা (Duty Waiver/ Drawback পেয়ে থাকে। একইসাথে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতার কারণে শুধুমাত্র স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে (LDCs) (উন্নয়নশীল দেশ সমূহ নয়) বিশেষ সুবিধা

দেওয়ার জন্য “অস্ত্র ব্যতীত সবকিছুর” আওতায় ই.ইউ.-র বাজারে স্বল্পোন্নত দেশগুলো অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছাড়া সবকিছুই কোটা ও শুল্কমুক্তভাবে অনিদিষ্টকালের জন্য রপ্তানী করতে পারে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও স্বল্পোন্নত দেশ সমূহকে রুলস অব অরিজিন পূরণ করতে হয়।

Shuttle Diplomacy (মাকু কূটনীতি) : সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জারের (Henry A. Kissinger) ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরবর্তী জোরালো উদ্যোগের সাথে শব্দটির উৎপত্তি জড়িত। ইসরাইল কর্তৃক অধিকৃত মিশর ও সিরিয়ার এলাকা থেকে ইসরাইলী প্রত্যাহারের মতো সীমিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি একে অপরের রাজধানী এত বেশি বিমানে যাতায়াত করেন (সাত মাসের মধ্যে দুটো পৃথক সময়ে) তা বৃহৎ কোন শক্তির (তার মতো সিনিয়র) কোনো কর্মকর্তা কখনো করেছেন বলে মনে হয় না। নিউইয়র্ক টাইমসের জানুয়ারি ১৯৭৪ সংখ্যায় এক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার করা হয় যা ছিল যথার্থ এবং ইতিহাস সেভাবেই গ্রহণ করেছে।

Truman Doctrine (ট্রুম্যান নীতি) : শ্রাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূরাজনৈতিক বিস্তার মোকাবেলায় আমেরিকার একটি পররাষ্ট্র নীতি ছিল ‘ট্রুম্যান ডকট্রিন’। ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ কংগ্রেসের এক যৌথ সভায় বক্তব্য রাখার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর বিখ্যাত এই মতবাদটি ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে তিনি গ্রীস ও তুরস্কের তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেশ দুটোকে অর্থনৈতিক সাহায্যদানের জন্য সুপারিশ করেন। ট্রুম্যান মতবাদের আশু করণীয় গ্রিক ও তুরস্ককে আর্থিক সাহায্য দেয়া হলেও এর মৌখিক অঙ্গীকার ছিল বিশ্বব্যাপী। এ মতবাদে অর্থনৈতিক এবং সামরিক উপায়ে সোভিয়েত আত্মসন প্রতিরোধ করার ব্যাপারে মার্কিনদের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করা হয়। ট্রুম্যান নীতি ক্রমে বিশ্বের সর্বত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে একটি বলয় রচনা করে এবং সোভিয়েত প্রভাবকে এই বলয়ের বাইরে সীমিত রাখা হয়। দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম বা বার্লিন যে কোনো স্থানে কমিউনিস্ট শক্তি এই বলয় ভাঙতে চেষ্টা করলে, স্থানীয় Proxy War-এর মাধ্যমে আক্রমণকারীকে বলয়ের বাইরে নিক্ষেপ করা হয়।

Containment Doctrine : জর্জ এফ কেনান ছিলেন একজন বিখ্যাত মার্কিন কূটনীতিক। শ্রাযুদ্ধকালীন সময়ে কমিউনিজমের বিস্তার প্রতিরোধের জন্য ১৯৪৬ সালে তিনি Containment Doctrine নীতি প্রকাশ করেন।

Comecon (কমকেন) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় এবং ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিধ্বস্ত অবস্থা পূর্ব ইউরোপকে এক অর্থে অবিভাবক শূন্য করে ফেলে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সম্মতিক্রমে ইয়াল্টা কনফারেন্সের মাধ্যমে স্ট্যালিনের রাশিয়া পূর্ব ইউরোপে অভিভাবকত্ব পায়। প্রথমে স্ট্যালিন সরাসরি পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসন চাপিয়ে দেয় নাই তবে ধাপে ধাপে প্রতিটা দেশেই (পোলান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া) কমিউনিস্ট দলকে ক্ষমতায়

বসিয়েছিল। কিন্তু বামেলা বাধে অল্পদিনেই কারণ পূর্ব ইউরোপীয়ান কমিউনিস্টদের মাঝে বিভক্তি। এক দল ছিল যারা জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় মস্কোতে কাটিয়েছে ওদের ধারণা ছিল শতভাগ মস্কোর আনুগত্য। মস্কো যা করে সেটা ফলো করা এবং মস্কোর উপদেশই ওদের সব। কিন্তু আরেকদল ছিল, ওরাও কমিউনিস্ট কিন্তু মস্কোর কথাই শেষ বলে না মেনে নিজ দেশের পরিস্থিতি ও সমাজ অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে চেয়েছিল। যাদের বলা হতো, জাতীয়তাবাদী সোশ্যালিস্ট। জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিকদের আদর্শ হয়ে উঠে যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো। সমাজতন্ত্রের পথে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়, স্ট্যালিনিজম এবং টিটোইজম। এই পর্যায়ে সোভিয়েত দেশগুলোর মাঝে একটি অর্থনৈতিক জোট গঠন করা হয় “কমেকন”। স্ট্যালিন শাস্তি স্বরূপ টিটো যুগোস্লাভিয়াকে এই জোটে নিষিদ্ধ করে এবং অন্যান্য সদস্যদের সাথে যুগোস্লাভিয়ার বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়। ফলে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে যুগোস্লাভিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য শুরু এবং বেশ কিছু আর্থিক সাহায্যও পায়।

ওয়াশিংটন কনসেনসাস : ১৯৮৯ সালে জন উইলিয়ামসন নামের একজন অর্থনীতিবিদ এই ধারণাটির প্রবর্তক। তিনি ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিকস এর একজন অর্থনীতিবিদ। যা নয়া উদারতাবাদী অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন নামে পরিচিত।

ওয়াশিংটন কনসেনসাস মূলত সংকটে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ওয়াশিংটন ভিত্তিক তিনটি প্রতিষ্ঠানের একটি সংস্কার প্যাকেজ। আর এই তিনটি প্রতিষ্ঠান হলো বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এবং ইউএস ট্রেজারি বিভাগ। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময় নানা ধরনের সংস্কার কর্মসূচির কথা বলে থাকে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশকে তাগিদ দেয়। তাগিদটা আসলে ভদ্র ভাষা, আসলে এটা শর্ত। ওয়াশিংটন কনসেনসাস হলো এসব শর্তের একটি প্যাকেজ, যাতে তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই একযোগে স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

কনসেনসাসে মূলত ১০টি সুপারিশ রয়েছে। যেমন-

১. আর্থিক নীতির শৃঙ্খলা।
 ২. সরকার কোন কোন খাতে ভর্তুকি দেবে ও বিনিয়োগ বাড়াবে তা নতুন করে ঠিক করা। যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোগত খাতে সরকারের বিনিয়োগ ও ভর্তুকি বাড়ানো।
 ৩. কর খাতের সংস্কার-কর হার কমিয়ে করে আওতা সম্প্রসারণ।
 ৪. বাজার ঠিক করবে সুদের হার কত হবে।
 ৫. প্রতিযোগিতামুখী বিনিময় হার।
 ৬. বাণিজ্য ব্যবস্থা উদার করা-বিশেষ করে আমদানিতে।
- যেমন- পরিমাণগত বাধা তুলে নেওয়া।
৭. বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ আরও উদার করা।
 ৮. রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান বেসরকারিহাতে ছেড়ে দেওয়া।
 ৯. বিনিয়ন্ত্রনীয়করণ বা অভ্যন্তরীণ নিয়মনীতি শিথিল করা যাতে বাজারে কারো প্রবেশ বাধাগ্রস্ত না হয়।
 ১০. স্বাভাবিকারের (প্রোপারটি রাইটস) ক্ষেত্রে আইনী নিরাপত্তা দেওয়া।

নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন : ১৯৩০এর দশক থেকে উদারবাদ নব্য উদারবাদ নামে পরিচিতি পায় এবং ১৯৮০ এর দশক থেকে এর প্রয়োগ শুরু হয়। তবে নব্য উদারবাদের সফল পরীক্ষা করা হয় চিলিতে। ১৯৭৩ সালে চিলিতে সিআইএ-এর প্রত্যক্ষ সহায়তায় মার্জবাদী প্রেসিডেন্ট সালভেদর আয়ন্দেকে হত্যা করে জেনারেল অগাস্টো পিনোশেকে ক্ষমতায় বসানো হয়। তখন থেকেই সেদেশে নব্য উদারবাদী অর্থনৈতিক ধারার বিকাশ ঘটে। আশির দশকে রোনাল্ড রিগ্যানের যুক্তরাষ্ট্রে এবং মার্গারেট থ্যাচারের যুক্তরাজ্যে নব্য উদারবাদী অর্থনীতির প্রয়োগ দেখা যায়। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সবাই নব্য উদারবাদকে অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য বলে ধরে নেয়। ফলে নব্বইয়ের দশকের মধ্যভাগের পূর্বেই পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ নব্য উদারবাদকে নিজ নিজ দেশে স্বাগত জানায়।

বিশ্ব পরিমণ্ডলে নব্য উদারবাদী অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নয়া বিশ্ব ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে। এটা হলো প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক এক উন্নয়ন ধারণা। এই নীতি অনুযায়ী বাজারই সবকিছুর মূল। এতে বাজারের ওপর থেকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া ও বাণিজ্য বাধাগুলো উঠিয়ে নেয়ার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। মুনাফার প্রবাহ নিশ্চিত রাষ্ট্রের ভূমিকাকে স্বাগত জানানো হলেও মুনাফায় চাপ পড়ার মতো কোনো নিয়ন্ত্রণ বাজারের ওপর রাষ্ট্র করতে পারবে না মর্মে এ পদ্ধতি নির্দেশ করে। দ্রব্যমূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা এতে বলা হয়। অবাধ বাণিজ্যের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সেবামূলক তৎপরতা বন্ধের পরামর্শ দেন এই মতবাদের প্রবক্তারা। মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রগুলোতে ভর্তুকি প্রদান এবং উৎপাদনের যেকোনো খাতেই ভর্তুকি প্রদান বন্ধে তারা চাপপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়াটাও এই অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এসবের মধ্য দিয়ে বিশ্ব একচেটিয়া পুঁজির প্রয়োজনে বাণিজ্য উদারীকরণের ধারণাকে সামনে আনে নব্য উদারবাদী অর্থশাস্ত্র। যার মর্মবস্তু হলো সারা বিশ্বের সমস্ত জনপদ ও উৎপাদনের খাতকে বাজারে পরিণত করা এবং একচেটিয়া পুঁজির কাছে তা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে তোলা।

জিরোসাম গেম : রাজনীতিতে জিরোসাম গেম আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গঠনবাদ ও বাস্তববাদের সাথে সম্পর্কিত। জিরোসাম গেম অনুযায়ী একটি অতি সরু রাস্তা দিয়ে দুজন কিশোর ২টি গাড়ি নিয়ে প্রচণ্ড বেগে বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসলে (যুক্তরাষ্ট্রের পৌরাণিকীতে এ ধরনের খেলা প্রচলিত ছিল) ৪ ধরনের ফলাফল হতে পারে।

ক. যদি দুজনেই সরে পড়ে তবে কেউ জিতবে না;

খ. যদি কেউ না সরে তবে দুজনই সংঘর্ষের সম্মুখীন হবে। এই দুই ঘটনায় দুই পক্ষই লাভ কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে একে 'নন-জিরোসাম' গেইম নীতি বলে।

গ. যদি প্রথম কিশোর সরে পরতো তবে সে চিকেনে পরিণত হতো, দ্বিতীয় জন বিজয়ী হতো; ঘ. যদি দ্বিতীয় কিশোর সরে পরতো তবে সে চিকেনে পরিণত হতো, অর্থাৎ প্রথম জন বিজয়ী হতো। এই দুই ঘটনায়

একজন বিজয়ী হলে অপর জন চিকেনে পরিণত হয় অর্থাৎ লাভ ক্ষতির ফলাফল শূণ্য। একে 'জিরোসাম গেম' নীতি বলা হয়। জিরোসাম গেম মডেলের একটি বাস্তব উদাহরণ হলো ১৯৬২ সালের কিউবা ক্ষেপনাস্ত্র সংকট। কিউবা সংকটে দুই পক্ষ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন।

প্রাকৃতিক আইন : অনেকে এরিস্টোটল কে প্রাকৃতিক আইনের জনক বলে থাকেন, কিন্তু এ তথ্য তর্ক সাপেক্ষ, বরং প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয় যে থমাস অ্যাকুইনাসের (Thomas Aquinas) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে প্রাকৃতিক আইনের উদ্ভব। আরেক দার্শনিক থমাস হবস (Thomas Hobbes) প্রাকৃতিক আইনকে সজ্জায়িত করেছেন একটি জীবন পদ্ধতি হিসাবে, যে জীবন পদ্ধতি অবলম্বনে মানুষ বেঁচে থাকার প্রেরণা লাভ করবে এবং জীবনে উন্নতি করবে। থমাস অ্যাকুইনাস, থমাস হবস ছাড়াও প্রাকৃতিক আইন তৈরিতে ভূমিকা রেখেছেন ফ্রান্সিসকো সুয়ারেজ (Francisco Suarez), হুগো গ্রটিয়াস (Hugo Grotius) স্যামুয়েল ভন পুফেনডর্ফ (Samuel von Pufendorf), ও জন লক (John Locke)।

স্টোইকসরা মনে করেন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটি যৌক্তিক (rational) এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ (purposeful) নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়, এই নিয়মকে বলা হচ্ছে ঐশী বিধান (divine or eternal law), বা প্রাকৃতিক আইন। আর মনুষ্য জাতিও এই সকল বিধান বা আইন মেনে নিয়ে নিজের সঙ্গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। অতীতে প্রাকৃতিক আইনের এই ধারণাটি অনেক খ্রিস্টান ফাদাদের ভালো লাগে, ফলে তারা এই ধারণাটিকে খ্রিষ্ট ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রাকৃতিক আইন তত্ত্ব আধুনিক যুক্তরাজ্যের অনেক আইনকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণায়ও প্রাকৃতিক আইনকে যুক্ত করা হয়েছে।

নৈরাজ্য তত্ত্ব : নৈরাজ্য তত্ত্ব সমকালীন সমাজ এক বিস্ময়কর এবং নাটকীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। নৈরাজ্য তত্ত্বের মূল উপাদান হলো নব্য মার্ক্সবাদ। প্রযুক্তির কল্লনাভীত বিকাশের পাশাপাশি পরিবেশের ওপর সৃষ্টি হচ্ছে ভয়ঙ্কর হুমকি। শীতল যুদ্ধ শেষ হলেও পারমাণবিক বোমার বিস্তার রোধ করা যায়নি। তা আরো বড় হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিস্তার ঘটেছে এইডস-এর মত ভয়ঙ্কর ঘাতক ব্যাধির। নতুন সহস্রকে এসে মানুষ বুঝতে পারছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন নিশ্চিত ধারণাই এখন আর সম্ভব নয়। প্রযুক্তির বিস্তারের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ কতখানি রয়েছে তা নিয়ে রয়েছে পণ্ডিতজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং শংকা। ফলে সমাজ পরিবর্তনকে অনুধাবন করার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা ক্রমাগত আকর্ষিত হচ্ছেন গণিতের নৈরাজ্য তত্ত্বের প্রতি। এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোন এক বা একাধিক ইনপুট অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে যা হঠাৎ ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে বা এমনকি ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনকে এর একটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ বই ও লেখক

প্লেটো	- The Republic
রুশো	- The Social Contract
এরিস্টটল	- The Politics
কার্ল মার্কস	- Das capital, Communist Manifesto
ম্যাকিয়াভেলী	- The Prince
লিও টলস্টয়	- War and Peace
টমাস হব্‌স	- Leviathan
সালমান রুশদী	- স্যাটানিক ভার্সেস
অমর্ত্য সেন	- Poverty and Famines
অরুন্ধতি রায়	- The God of Small Things
এ.পি.জে আবদুল কালাম	- The Wings of Fire
সিটফেন হকিংস	- The Brief History of Time.
মনিকা আলী	- ব্রিকলেন
এডলফ হিটলার	- My Struggle (Mein Kampf)
গুন্যার মিরডাল	- Asian Drama
নেলসন ম্যান্ডেলা	- A Long Walk to Freedom
আবুল ফজল	- আইন-ই-আকবরী
আল বেরুনী	- কিতাবুল হিন্দ
ইবনে বতুতা	- কিতাবুল রেহালা
চার্লস ডারউইন	- Origin of Species
জর্জ বার্নার্ড শ	- ম্যান এন্ড সুপারম্যান
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ	- ইন্ডিয়া উইথ ফ্রিডম
উইলিয়াম হান্টার	- ইন্ডিয়ান মুসলিম
হিলারি ক্লিনটন	- Living History
বিল ক্লিনটন	- My Life
জে.কে রোলিং	- হ্যারিপটার এন্ড দি অর্ডার অফ ফিনিক্স
বুম্পা লাহড়ি	- নেমসেইফ
রবার্ট পেন ওয়ারেন	- All The Kings Men
হ্যাস ব্লিক্স	- ডিস আর্মিং ইরাক
আবদুর রহমান ওয়াহিদ	- হোয়াইট বুক
এ্যাডাম স্মিথ	- The Wealth of Nations
দন্তয়েভস্কি	- The Possessed
ইবনে সিনা	- আল কানুন ফিততিব
ইবনে খালেদুন	- কিতাবুল ইবাতর
জিমি কার্টার	- দ্য হার্নেস্টস নেস্ট
জুলফিকার আলী ভুট্টো	- Myth of Independence
আরভিং ওয়াশিংটন	- ভয়েস অব কলম্বাস
ম্যারিও পুজো	- The God Father
আইয়ুব খান	- Friends not Master
এলিয়েট রুজভেল্ট	- As He Saw
মন্টেস্কু	- The Defendir of peace
গার্সিয়া মারকুয়েজ	- One Hundred years of Sloitude
উইলিয়াম হোমার	- ইলিয়ড, ওডেসী
দান্তে	- Divine Comedy

Home Work

বিশ্বের প্রথম

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট	জর্জ ওয়াশিংটন
মহাকাশ গমনকারী প্রথম জীবন্ত প্রাণী	লাইকা নামক কুকুর
ব্রিটেনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী	রবার্ট ওয়ালপল
এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গণচীনের প্রথম প্রেসিডেন্ট	সান ইয়াং সেন
পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট	ইস্কান্দার মির্জা
গণচীনের প্রথম জনগণের চেয়ারম্যান	মাও সে তুং
ইউরোপে প্রথম চীনা পরিব্রাজক	মার্কো পোলো
বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী	বেগম খালেদা জিয়া
ইউরোপের প্রথম বঙ্গ ভারতের আক্রমণকারী	আলেকজান্ডার
প্রথম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশে আগমন	জেমস কালাহান
চাঁদে প্রথম পা রাখেন	যুক্তরাষ্ট্রের নীল আর্মস্ট্রং
প্রথম ক্রোনিংকৃত প্রাণী	ডলি (ভেড়া)
প্রথম মহাকাশগামী পুরুষ	ইউরি গ্যাগারিন
ভারতের প্রথম মুসলমান প্রেসিডেন্ট	ডঃ জাকির হোসেন
বঙ্গ ভারতে আগমনকারী প্রথম চীনা	ফা হিয়েন
চাঁদে যাত্রাকারী প্রথম উপগ্রহ	স্পুটনিক- ১
প্রথম বিদেশী প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে আগমন	ইন্দিরা গান্ধী
প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশে আগমন করে	বিল ক্লিনটন (২০ মার্চ, ২০০০)
প্রথম ক্রোন মানব শিশু	ইভ

বিশ্বের বৃহত্তম

বৃহত্তম মহাদেশ	এশিয়া
বৃহত্তম দেশ (আয়তনে)	রাশিয়া
বৃহত্তম অফিস ভবন	পেন্টাগন বিল্ডিং, নিউইয়র্ক
বৃহত্তম শহর	জাপানের টোকিও (লোকসংখ্যায়)
বৃহত্তম স্টেডিয়াম	স্টাইভ স্টেডিয়াম (প্রাস)
বৃহত্তম মহাসাগর	প্রশান্ত মহাসাগর
বৃহত্তম সাগর	দক্ষিণ চীন সাগর
বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজ	কুইন মেরী-২
বৃহত্তম পর্বত শ্রেণী	কারাকোরাম পর্বত শ্রেণী
বৃহত্তম নৌবহর	সপ্তম নৌবহর
বৃহত্তম নদী	আমাজান
বৃহত্তম উপসাগর	মেক্সিকো উপসাগর
বৃহত্তম দ্বীপ	গ্রীনল্যান্ড (ডেনমার্ক)
বৃহত্তম হাসপাতাল	ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল সেন্টার (শিকাগো)
বৃহত্তম জলপ্রপাত	নায়গ্রা জলপ্রপাত (আয়তনে)
বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়	আব্বায়া ইকবাল বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান
বৃহত্তম হ্রদ	কাস্পিয়ান হ্রদ
বৃহত্তম লাইব্রেরী	ইউনাইটেড স্টেটস লাইব্রেরী অব কংগ্রেস (ওয়াশিংটন)

বৃহত্তম মিঠা পানি-হ্রদ	সুপিরিয়র-হ্রদ
বৃহত্তম জাদুঘর	ব্রিটিশ মিউজিয়াম
বৃহত্তম স্থলজ প্রাণী	হাতি
বৃহত্তম গ্রহ	বৃহস্পতি
বৃহত্তম জলজ প্রাণী	নীল তিমি
বৃহত্তম দিন	২১ জুন
বৃহত্তম বিমান বন্দর	বাদশা আব্দুল আজিজ বিমানবন্দর (জের্দা)
বৃহত্তম রাত	২২ ডিসেম্বর
বৃহত্তম ব-দ্বীপ	বাংলাদেশ
বৃহত্তম মহাকাব্য	মহাভারত
বৃহত্তম ডিকশনারী	দি অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারী
বৃহত্তম কৃত্রিম-হ্রদ	মিড-হ্রদ (বোল্ডার বাঁধ)
বৃহত্তম ব্যাংক	সুইস ব্যাংক
বৃহত্তম হীরক খনি	কিম্বালী (দঃ আফ্রিকা)
বৃহত্তম মসজিদ	মসজিদ আল-হারাম (সৌদি আরব)
বৃহত্তম গিরিখাত	গ্রান্ড ক্যানিয়ন
বৃহত্তম প্রাসাদ	ভ্যাটিকান প্রাসাদ
বৃহত্তম অরণ্য	তৈগা (রাশিয়া)
বৃহত্তম বন্দর	নিউইয়র্ক বন্দর
বৃহত্তম গুহা	ভিয়েতনাম
বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জ	ইন্দোনেশিয়া
বৃহত্তম শহর	লন্ডন (আয়তনে)
বৃহত্তম মন্দির	এম্বার ডাট
বৃহত্তম পাখি	উটপাখি
বৃহত্তম বনাঞ্চল	কনফোরাস বন
বৃহত্তম সামুদ্রিক পাখি	অ্যালবট্রিস
বৃহত্তম তৃণাঞ্চল	প্রেইরি তৃণাঞ্চল
বৃহত্তম চিত্রকর্ম	প্যানারোমা মিসিসিপি

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম

ক্ষুদ্রতম মহাদেশ	ওশেনিয়া
ক্ষুদ্রতম গ্রহ	বুধ
ক্ষুদ্রতম দেশ	ভ্যাটিকান সিটি
ক্ষুদ্রতম দিন	২২ ডিসেম্বর
ক্ষুদ্রতম প্রজাতন্ত্র	নাইরু প্রজাতন্ত্র (ওশেনিয়া মহাদেশে)
ক্ষুদ্রতম রাত	২১ জুন
ক্ষুদ্রতম মহাসাগর	উত্তর মহাসাগর / আর্কটিক মহাসাগর
ক্ষুদ্রতম পাখি	হামিং বার্ড
ক্ষুদ্রতম নদী	ডি রিভার (যুক্তরাষ্ট্র)

বিশ্বের উচ্চতম

উচ্চতম সেতু	জর্জ সেতু (যুক্তরাষ্ট্র)
উচ্চতম প্রাণী	জিরাফ
উচ্চতম-হ্রদ	টিটিকাকা (বলিভিয়া)
উচ্চতম মূর্তি	মাদার ল্যাভ

উচ্চতম মালভূমি	পামির মালভূমি
উচ্চতম টাওয়ার বিল্ডিং	বুর্জ খলিফা (সংযুক্ত আরব আমিরাত)
উচ্চতম জলপ্রপাত	অ্যাঞ্জেলা জলপ্রপাত (ভেনিজুয়েলা)
উচ্চতম পিরামিড	খুফুর পিরামিড
উচ্চতম আয়ুর্থেয়গিরি	ওয়ালটিবি আয়ুর্থেয়গিরি
উচ্চতম গিরিপথ	আলপিনা গিরিপথ
উচ্চতম রাজধানী	লাপাজ, বলিভিয়া
উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ	এভারেস্ট, হিমালয়
উচ্চতম বাঁধ	রেগোন বাঁধ
উচ্চতম স্ট্যাচু	স্ট্যাচু অব লিবার্টি
উচ্চতম শহর	লা রিনকোনাডা (পেরু)
উচ্চতম মিনার	বাদশাহ দ্বিতীয় হাসান মসজিদ মিনার (মরক্কো)

বিশ্বের দীর্ঘতম

দীর্ঘতম নদী	নীলনদ (এককভাবে) মিসিসিপি মিসৌরী (যৌথ)
দীর্ঘতম প্রাচীর	চীনের মহাপ্রাচীর
দীর্ঘতম রেল সেতু	হুয়ে পিলভ সেতু
দীর্ঘতম রেলপথ	ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ
দীর্ঘতম কৃত্রিম জলপ্রপাত	গ্রান্ড ক্যানাল (চীন)
দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ	সেইকান সুড়ঙ্গ (জাপান)
দীর্ঘতম চলচ্চিত্র	দি হিউম্যান কন্ডিশন
দীর্ঘতম খাল	গ্রান্ড খাল
দীর্ঘতম যুদ্ধ	শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (ফ্রান্স ও ব্রিটেন)
দীর্ঘতম প্রণালী	তাতার প্রণালী
দীর্ঘতম সেতু	সেসাপেক ব্রিজ (যুক্তরাষ্ট্র)
দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত	কল্পবাজার
দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু	সুতং সেতু (চীন)
দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু	কিংদাও জিয়াওঝু বে সেতু (চীন)

বিশ্বের প্রথম মহিলা

প্রথম মহিলা নোবেল বিজয়ী	মাদাম মেরী কুরী, পদার্থে ১৯০৩ সালে (পোল্যান্ড)
শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রথম মহিলা	বার্থাভন সুটনার (১৯০৫)
সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী প্রথম মহিলা	সেলমা লেগারলফ (১৯০৯)
জাতিসংঘের প্রথম মহিলা সভাপতি	বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত (ভারত)
বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী	শ্রীমোভো বন্দরনায়েক (১৯৬০) (শ্রীলংকা)
বিশ্বের প্রথম মহিলা মহাশূন্য যাত্রী	ভেলেন্তিনা তেরেসকোভা (১৯৬৩)
ইসরাইলের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী	গোল্ডা মায়ার (১৯৬৪)
ব্রিটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী	মার্গারেট থ্যাচার (১৯৭৯)
ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী	ইন্দিরা গান্ধী
বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী	বেগম খালেদা জিয়া
ভুরস্কের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী	তানসুলিয়ার (১৯৯৩)
বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট	ইসাবেলা পেরেন (আর্জেন্টিনা)

নিউজিল্যান্ডের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী	জেনি সিপলে
পাকিস্তানের (মুসলিম বিশ্বের প্রথম) মহিলা প্রধানমন্ত্রী	বেনজীর ভুট্টো
জাতিসংঘের প্রথম মহিলা ন্যায়পাল	প্যাট্রিসিয়া ডুরাইন, ২০০১ (জ্যামাইকার মহিলা কূটনীতিক)
মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট	মেঘবর্তী সুকর্ণ পুত্রী (ইন্দোনেশিয়া)
শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলমান মহিলা	শিরিন এবাদি (ইরান)
জার্মানির প্রথম মহিলা চ্যান্সেলর	এঞ্জেলা মার্কেল
যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নারী স্পিকার	ন্যান্সি পেলোসি
ভারতের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট	প্রতিভা দেবীসিং পাতিল

বিশ্বের গভীরতম

গভীরতম হ্রদ	বৈকাল হ্রদ (সাইবেরিয়া)
গভীরতম গিরিপথ	হেলস ক্যানিয়ন (যুক্তরাষ্ট্র)
গভীরতম খাল	পানামা খাল
গভীরতম খনি	ওয়েস্টার্ন ডিপলেবেল (দক্ষিণ আফ্রিকা)
গভীরতম মহাসাগর	প্রশান্ত মহাসাগর

খেলাধুলা

অলিম্পিক

- আধুনিক অলিম্পিক কোথায় শুরু হয়- গ্রীসের এথেন্সে ১৮৯৬ সালে।
- আধুনিক অলিম্পিকের জনক- ব্যরন পিয়েরে দ্য কুবার্তো (ফ্রান্স)।
- ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি (IOC) গঠিত হয়- ১৮৯৪ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে।
- IOC এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত- সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে।
- বিশ্ব অলিম্পিকের পতাকা- পরস্পর সংযুক্ত বিভিন্ন রং-এর পাঁচটি বৃত্ত।
- মহিলারা প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে- ১৯২৮ সালে।
- শীতকালীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়- ১৯২৪ সালে।
- শতবর্ষ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় (২৬তম)।
- ২৩তম শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়- ২০১৪ সালে রাশিয়ায়।
- এশিয়াতে এ পর্যন্ত অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়- ৩ বার। ১৯৬৪ সালে টোকিওতে (১৮তম) ১৯৮৮ সালে সিউলে (২৪তম), ২০০৮ সালে বেইজিংয়ে (২৯তম)।
- এ পর্যন্ত অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়নি- ৩ বার। ১৯১৬, ১৯৪০, ১৯৪৪ সালে (প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে)।
- অলিম্পিক যাদুঘর অবস্থিত- লুজান (সুইজারল্যান্ড)।
- ২০০৮ সালে অলিম্পিক হয়- চীনে বেইজিংয়ে (২৯তম)।
- ২০১২ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়- ইংল্যান্ডে (৩০ তম)।
- ২০১৬ সালে ৩১তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে- রিও ডি জেনিরিও, ব্রাজিল

- ২০২০ সালে ৩২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে- টোকিও, জাপান।
- অলিম্পিকের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা- ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে ফিলিস্তিনি কমান্ডো কর্তৃক ১১ জন ইসরাইলী অ্যাথলেট হত্যা।
- বাংলাদেশ প্রথমবারের মত অলিম্পিকে অংশ নেয়- ১৯৮৪ সালে লস এঞ্জেলসে ২৩ তম অলিম্পিকে।
- অলিম্পিকে বাংলাদেশের প্রথম প্রতিযোগী- স্প্রিন্টার সাইদুর রহমান ডন।
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া অনুষ্ঠান- অলিম্পিক গেমস।
- ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন- ফ্রান্সের ব্যারন পিয়েরে দ্য কুবার্তো।
- পাঁচটি বলয় চিহ্নিত অলিম্পিক পতাকা উন্মোচন করা হয়- ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম অলিম্পিকে।
- অলিম্পিক পতাকা উন্মোচনের সময় যে গান গাওয়া হয় তার সুরকার ও গীতিকার- স্পাইরাস সামারস ও কোস্তিমা পালামাস।
- অলিম্পিক গেমসকে বলা হয়- গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ।
- প্রাচীন অলিম্পিকে বিজয়ীদের পুরস্কার ছিল- জলপাই পাতার মুকুট।
- অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণজয়ী মহিলা- সি কুপার (গ্রেট ব্রিটেন)।
- অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ী প্রথম এশীয় মহিলা ক্রীড়াবিদ- ১৯২৮ সালে জাপানের মিকিওদা ওদা ট্রিপল, জাম্প ইভেন্টে।
- অলিম্পিক শপথ প্রথম পাঠ করানো হয়- ১৯২০ সালে।
- বেলজিয়ামের এন্টাওয়ার্পে ভিষ্টার বোসেন পাঠ করান।
- একটানা ৫টি অলিম্পিকে স্বর্ণ জয়ী- একমাত্র ক্রীড়াবিদ স্যার স্টিভ রেডগ্রেন্ড।
- বিশ্ব অলিম্পিক দিবস পালিত হয়- ২৩ জুন।
- অলিম্পিকের ৮টি বিভাগের সবকটিতে পুরস্কার পেয়েছেন- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে আলেকসান্দার দিতিয়াতিন ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকে (স্বর্ণ -৩টি, রৌপ্য - ৪টি এবং ব্রোঞ্জ - ১টি)।
- ধূমপানমুক্ত অলিম্পিক ছিল- ১৯৯৬ সালের আটলান্টা অলিম্পিক।
- অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়- ৪ বছর পর।

ফুটবল

- ফুটবল খেলার জন্ম- চীনে।
- বিশ্ব ফুটবলের প্রধান সংস্থার নাম- FIFA (Federation of International Football Association)
- FIFA জন্মলাভ করে- ২১ মে, ১৯০৪ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে।
- FIFA'র প্রথম সভাপতি ছিলেন- জুলেরিমে।
- FIFA-র বর্তমান সভাপতি- জিয়ান্নি ইনফান্তিনো (সুইজারল্যান্ড)।
- FIFA-র বর্তমান সদস্য- ২২১টি।
- একটি ফুটবলের পরিধি- ২৭ - ২৮ ইঞ্চি।
- আদর্শ ফুটবলের ওজন- ১৪ - ১৬ আউন্স।
- আন্তর্জাতিক মানের একটি ফুটবল ম্যাচের সময়- মাঝের বিরতি ছাড়া ৪৫ মিনিট করে মোট ৯০ মিনিট।

- বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল স্টেডিয়ামের নাম- ব্রাজিলের মারকানা স্টেডিয়াম (প্রায় ২ লক্ষ আসনবিশিষ্ট)।
- আয়তনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল স্টেডিয়াম- চেক প্রজাতন্ত্রের প্রাগে অবস্থিত স্টাইভ স্টেডিয়াম।
- বিশ্বের প্রথম মহিলা রেফারী- পাবলো বাজোলি।
- ফিফা প্রতিষ্ঠিত হয়- ফ্রান্সের প্যারিসে।
- ফুটবলের উর্বর ভূমি হিসেবে খ্যাত- ল্যাটিন আমেরিকা।
- তিনবার ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড় হবার কৃতিত্ব অর্জন করেন- জিনেদিন জিদান ও রোনালদো।
- ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তী- পেলে (ব্রাজিল)।
- ফুটবলের সম্রাট- কালো মানিক পেলে (ব্রাজিল)।
- ফুটবলের রাজপুত্র বলা হয়- ম্যারাডোনাকে।
- 'টোটাল ফুটবলের জনক'- হল্যান্ডের জোহান ক্রুইক।

ক্রিকেট

- ক্রিকেট খেলার জন্ম- ইংল্যান্ডে।
- পিচ হচ্ছে- ক্রিকেট খেলার মাঠের মাঝখানে ২২ গজ লম্বা ও ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া স্থান।
- ক্রিকেট খেলার মাঠ - ডিম্বাকৃতির।
- ক্রিকেট খেলায় প্রত্যেক দলে খেলোয়াড় থাকে- ১১ জন।
- ক্রিকেট স্ট্যাম্পার দৈর্ঘ্য মাটি থেকে- ২৭ ইঞ্চি।
- ক্রিকেট ব্যাটের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে সর্বাধিক- ব্যাটের দৈর্ঘ্য হবে সর্বাধিক ৩৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থ হবে ৪.৫ ইঞ্চি।
- অ্যাসেস, সিলিপয়েন্ট, এল.বি.ডব্লিউ, গুগলি কথাগুলো ব্যবহৃত হয়- ক্রিকেট খেলায়।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়- ৪ বছর পর পর।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (ICC) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ- ২টি (ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া)।
- বর্তমানে বিশ্বে টেস্ট খেলুড়ে দেশের সংখ্যা- ১২টি, যথা : ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে, দঃ আফ্রিকা, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড।
- মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হয় - ১৯৯৩ সালে।
- প্রথম টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ১৫-১৭ মার্চ ১৮৭৭। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে।
- টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ম্যাচে জয়ী হয়- অস্ট্রেলিয়া।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বপ্রথম হ্যাটট্রিক করেন- জালালউদ্দিন (পাকিস্তান)।
- আই সি সি এর পূর্ণ রূপ- ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল।
- আই. সি. সি-র পূর্ণ সদস্য- ১২টি।
- আই. সি. সি-র সর্বশেষ পূর্ণ সদস্য- আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড।
- ১৯৯৭ সালে আই সি সি-র চ্যাম্পিয়ন- বাংলাদেশ।
- টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী- মুস্তিয়া মুরালিধরন (৮০০ উইকেট)।
- ওয়ান ডে তে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী- মুস্তিয়া মুরালিধরন।
- টেস্টে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরী করেছে- শচীন টেন্ডুলকার (৫১টি)।

- ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরী করেছে- শচীন টেন্ডুলকার (৪৯টি)।
- টেস্টে সর্বোচ্চ রানের মালিক- ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা।
- ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রানের মালিক- শচীন টেন্ডুলকার।
- টেস্ট এবং ওয়ানডে ক্রিকেটে দুটি করে হ্যাটট্রিক করার গৌরব অর্জন করেছেন- ওয়াসিম আকরাম (পাকিস্তান)।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরী করেন- এবি ডি ভিলিয়্যার্স (৩১ বলে), দক্ষিণ আফ্রিকা। এছাড়া দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরী (১৬ বলে) ও দ্রুততম দেড়শত রানের (৬৪ বলে) অধিকারী তিনি।
- ওয়ান ডে ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসের মালিক- ভারতের রোহিত শর্মা (২৬৪ রান)।
- টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করেন- ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা ৪০০ রান (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে)।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হয়- ১৯৭৫ সাল থেকে।
- বাংলাদেশ ওয়ান ডে স্ট্যাটার্স লাভ করে- ১৫ জুন, ১৯৯৭ সালে।
- বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটার্স লাভ করে- ২৬ জুন ২০০০ সালে।
- বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে- ভারত (১০ নভেম্বর ২০০০)।
- বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির বোলার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন- শোয়েব আকতার (১০০.৪ মাইল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে)।
- ওয়ান-ডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেন- ভারতের শচীন টেন্ডুলকার (৪৬৩টি ম্যাচ)।
- টেস্ট ক্রিকেট শুরু হয়- ১৮৭৭ সালে।
- একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ শুরু হয়- ১৯৭১ সালে।
- একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ প্রথম হয়েছিল- মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া।
- বিশ্বকাপ তথা ওয়ানডে ক্রিকেটে টানা ৪ সেঞ্চুরী করেন- কুমার সাঙ্গাকারা, শ্রীলংকা (২০১৫ বিশ্বকাপে)।

Abbreviation

A

ADB	: Asian Development Bank/African Development Bank.
AI	: Amnesty International
ANC	: African National Congress
ANZUS	: Australia, New Zealand and United States Security Treaty
APEC	: Asia-Pacific Economic Co-operation
ASEAN	: Association of South East Asian Nations
ASPAC	: Asian and Pacific Council

B

BIMSTEC	: Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Co-operation
BLEU	: Belgium-Luxembourg Economic Union

C			
CIS	: Commonwealth of Independent States	IMO	: International Maritime Organization, International meteorological organization, International Mathematical Olympiad
CIRDAP	: Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific	INCB	: International Narcotics Control Board
COE	: Council of Europe	INSTRAW	: International Research and Training institute for the Advancement of Women
CP	: Colombo Plan	INTERPOL	: International Police Organization
CPA	: Commonwealth Parliamentary Association	IPCC	: Inter Government Panel on Climate Change
CTBT	: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty	IRDB	: International Rural Development Board
E		ISBN	: International Standard Book Number
EBRD	: European Bank for Reconstructon and Development	ISI	: Inter-Service intelligence
EC	: European Community, European Commission	ISS	: International Space Station
ECM	: European Common Market	ISO	: International Organization Standardization
EFTA	: European Free Trade Association	ITLOS	: International Tribunal for the Law of the Sea
EIB	: European Investment Bank	J	
EP	: European Parliament	JICA	: Japan International Co-operation Agency
ESCAP	: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific	L	
EU	: European Union	LDCs	: Least Developed Countries
F		M	
FAO	: Food and Agricultural Organization	MIGA	: Multilateral Investment Guarantee Agency
G		N	
GATT	: General Agreement on Tarififs and Trade	NAFTA	: North American Free Trade Agreement
GTN	: Global Trade and Technology Network	NAM	: Non-Aligned Movement
GCC	: Gulf Co-operation Council	NATO	: North Atlantic Treaty Organization
I		O	
IAEA	: International Atomic Energy Commission	OAS	: Organization of American States
IBRD	: International Bank for Reconstruction and Development	OAU	: Organization of African Unity
ICC	: International Criminal Court International Cricket Council International Chamber of Commerce	OECD	: Organization for Economic Co-operation and Development
ICJ	: Internatinnal Court of Justice	OIC	: Organization of Islamic Co-operation
ICRC	: International Committee of Red Cross	OPCW	: Organization for the Prohibition of Chemical Weapon
ICSID	: International Centre for settlement of Investment Disputes	OPEC	: Organization of Petroleum Exporting Countries
IDA	: Internationnal Development Association	P	
IDB	: Islamic Development Bank	PLO	: Palestine Liberation Organization
IFAD	: Internationnal Fund for Agricultural Development	R	
IFC	: International Finance Corporation	SAARC	: South Asian Association for Regional Co-operation
ILO	: International Labor Organization	SAFTA	: South Asian Free Trade Area
IMF	: International Monetary Fund	SADC	: Southern African Development Community
		SAPTA	: SAARC Preferential Trading Arrangement
		SAIC	: SAARC Agricultural Information Centre
		SDC	: SAARC Documentation Centre

SDG : Sustainable Development Goals
SDMC : SAARC Disaster Management Centre
SEC : SAARC Energy Centre
SFC : SAARC Forestry Centre
SHRDC : SAARC Human Resources Development Centre
SIC : SAARC Information Centre
SMRC : SAARC Meteorological Research Centre
STC : SAARC Tuberculosis Centre
SDR : Special Drawing Right

T

TRIPS : Trade related aspects of intellectual property rights

U

UK : United Kingdom
ULFA : United Liberation Front of Assam
UN : United Nations
UNCED : United Nations Conference on Environment and Development Programme
UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development

UNDP : United Nations Development Programme
UNESCO : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change
UNFPA : United Nations Population Fund
UNU : United Nations University

W

WB : World Bank
WFP : World Food Programme
WHO : World Health Organization
WIPO : World Intellectual Property Organization
WMD : Weapon of Mass Destruction
WMF : World Wildlife Fund
WMO : World meteorological Organization
WTC : World Trade Centre
WTO : World Trade Organization / World Tourism Organization

BCS Previous Questions

০১. Sunshine Policy-এর সাথে কোন দুটি দেশ জড়িত? (৪০তম বিসিএস)
ক. চীন, রাশিয়া খ. উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া
গ. জাপান, থাইল্যান্ড ঘ. তাইওয়ান, হংকং
০২. 'দ্যা আইডিয়া অব জাটিস'- গ্রন্থের রচয়িতা কে? (৪০তম বিসিএস)
ক. মার্খা ন্যুসবাম খ. জোসেফ স্টিগলিটজ
গ. অমর্ত্য সেন ঘ. জন রাউলস
০৩. 'Black Lives Matter' কি? (৩৭তম বিসিএস)
ক. একটি গ্রন্থের নাম খ. একটি পানীয়
গ. বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন ঘ. একটি NGO
০৪. বিশ্ব প্রাণী দিবস হচ্ছে? (৩৫তম বিসিএস)
ক. ৪ অক্টোবর খ. ২৯ জুন
গ. ২৩ অক্টোবর ঘ. ১১ ফেব্রুয়ারি
০৫. আয়তনে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট দেশ- (৩৪তম বিসিএস)
ক. ফিজি খ. ভ্যাটিকান গ. কুয়েত ঘ. মালদ্বীপ
০৬. 'World No-Tobacco day' is observed on- (১৭তম ও ৩৪তম বিসিএস)
ক. May 25 খ. May 28 গ. May 30 ঘ. May 31
০৭. In Cricket game the length of pitch between the two wickets is- (৩৪তম বিসিএস)
ক. 24 Yards খ. 23 Yards গ. 22 Yards ঘ. 21 Yards

০৮. Badminton is the national sport of- (৩৪তম বিসিএস)
ক. Malaysia খ. Scotland গ. China ঘ. Nepal
০৯. এশিয়া কাপ ক্রিকেট, ২০১২ কোন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়? (৩৩তম বিসিএস)
ক. বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম খ. শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম
গ. বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়াম ঘ. রাজশাহী স্টেডিয়াম
১০. পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান বন্দর কোথায় অবস্থিত? (৩৩তম বিসিএস)
ক. নিউইয়র্ক খ. দাম্মাম গ. বার্লিন ঘ. জেদ্দা
১১. পৃথিবীর গভীরতম স্থান কোন মহাসাগরে? (৩৩তম বিসিএস)
ক. ভারত মহাসাগরে খ. আটলান্টিক মহাসাগরে
গ. প্রশান্ত মহাসাগরে ঘ. উত্তর মহাসাগরে
১২. পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ কোনটি? (৩৩তম বিসিএস)
ক. কাস্পিয়ান হ্রদ খ. বৈকাল
গ. মানব সরোবর ঘ. ডেড সি (Dead Sea)
১৩. ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (৩৩তম বিসিএস)
ক. লন্ডন খ. বার্লিন গ. ব্রাজিল ঘ. আর্জেন্টিনা
১৪. জনসংখ্যার ভিত্তিতে বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র কোনটি? (১৯তম ও ৩২তম বিসিএস)
ক. পাকিস্তান খ. সৌদি আরব গ. মিশর ঘ. ইন্দোনেশিয়া
১৫. বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কবে পালিত হয়? (২৬তম ও ৩০তম বিসিএস)
ক. ২৬ জুন খ. ১ আগস্ট গ. ১ মে ঘ. ১০ ডিসেম্বর
১৬. ফিফা প্রতিষ্ঠিত হয় কবে? (৩০তম বিসিএস)
ক. ১৯০৪ খ. ১৯২৪ গ. ১৯১৪ ঘ. ১৯০৫

১৭. বিশ্ব পরিবেশ দিবস কোনটি? (১১তম, ২৬তম ও ৩০তম বিসিএস)

ক. ৫ মে খ. ১৫ মে গ. ৫ জুন ঘ. ১৫ জুন

১৮. ডেভিস কাপ কোন খেলায় দেয়া হয়? (২৯তম বিসিএস)

ক. ব্যাডমিন্টন খ. লন টেনিস
গ. টেবিল টেনিস ঘ. ক্রিকেট

১৯. কোন দেশের মহিলা সর্বপ্রথম ভোটাধিকার লাভ করে? (২৭তম বিসিএস)

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ. নিউজিল্যান্ড
গ. বাহামা ঘ. সুইজারল্যান্ড

২০. কোন মুসলিম মনীষী সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান? (২৭তম বিসিএস)

ক. ইয়াসির আরাফাত খ. নাগিব মাহফুজ
গ. আনোয়ার সাদাত ঘ. প্রফেসর আব্দুস সালাম

২১. জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন? (১০তম ও ২৬তম বিসিএস)

ক. কুর্ট ওয়াল্ডহেইম খ. পেরেজ দ্য কুয়েলার
গ. ট্রাইগভেলাই ঘ. উথান্ট

২২. বিগত ৫০ বছরের সেরা ফুটবলার কে? (২৫তম বিসিএস)

ক. পেলে খ. জির্দান
গ. বেকেনবাওয়ার ঘ. ম্যারাডোনা

২৩. প্রথম ক্রোন শিশু 'ইভ' এর জন্ম তারিখ কি? (২৪তম বিসিএস)

ক. নভেম্বর ২০, ২০০২ খ. ডিসেম্বর ২৬, ২০০২
গ. জানুয়ারি ৭, ২০০৩ ঘ. মার্চ ২৩, ২০০৩

২৪. SAPTA অর্থ- (২৪তম বিসিএস (বাতিল))

ক. SAARC Preferential Trading Arrangement
খ. South Asian Preferential Trading Arrangement
গ. SAARC Preferential Tariff Agreement
ঘ. South Asian Preferential Tariff Agreement

২৫. ক্রিকেট টেস্টের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরি করেছেন-

(২৪তম বিসিএস (বাতিল))

ক. ভারতের শচীন টেডুলকার খ. অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্রাডম্যান
গ. ইংল্যান্ডের লেন হার্টন ঘ. বাংলাদেশের মো. আশরাফুল

২৬. ফুটবল বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে-

(২৪তম বিসিএস (বাতিল))

ক. আর্জেন্টিনা খ. ব্রাজিল গ. ইতালি ঘ. ফ্রান্স

২৭. চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম অবতরণকারী মানুষের নাম ও দেশ-

(২৪তম বিসিএস (বাতিল))

ক. ইউরি গ্যাগারিন, রাশিয়া খ. জন গ্লেন, যুক্তরাষ্ট্র
গ. রিচার্ড এলড্রিন, যুক্তরাষ্ট্র ঘ. নীল আর্মস্ট্রং, যুক্তরাষ্ট্র

২৮. IFC বলতে কোনটিকে বোঝায়? (২৩তম বিসিএস)

ক. Indian film Corporation
খ. International Finance Corporation
গ. Indian Forest Corporation
ঘ. International Food Company

২৯. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি? (২২তম বিসিএস)

ক. আফ্রিকা খ. ইউরেশিয়া
গ. এশিয়া ঘ. উত্তর আমেরিকা

৩০. প্রথম সাফ গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (২২তম বিসিএস)

ক. ঢাকা খ. নয়াদিল্লি গ. কলম্বো ঘ. কাঠমান্ডু

৩১. শতাব্দীর সর্বশেষ অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? (২১তম বিসিএস)

ক. রোম খ. সিডনি গ. মস্কো ঘ. টরেন্টো

৩২. বাংলাদেশ কোন অলিম্পিক গেমসে প্রথম অংশ গ্রহণ করে?

(২১তম বিসিএস)

ক. লস এঞ্জেলস খ. আটলান্টা
গ. মস্কো ঘ. মেক্সিকো সিটি

৩৩. কোন দেশে প্রথম আণবিক বোমা ফেলা হয়? (২০তম বিসিএস)

ক. ইতালি খ. জার্মানি গ. জাপান ঘ. চীন

৩৪. ১৯৯৮ বিশ্বকাপ ফুটবলে গোল্ডেন বুট পান কে? (১৯তম বিসিএস)

ক. রোনালদো খ. জির্দান গ. সুকের ঘ. বেবেতা

৩৫. ২০০০ সালে অলিম্পিক কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয়? (১৮তম বিসিএস)

ক. বেইজিং খ. সিডনি গ. টোকিও ঘ. মেলবোর্ন

৩৬. সম্প্রতি কুয়ালামপুরে অনুষ্ঠিত আইসিসি ট্রফিতে কয়টি দেশ অংশগ্রহণ করে? (১৮তম বিসিএস)

ক. ২০ খ. ২৩ গ. ২১ ঘ. ২২

৩৭. আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক বা জনক- (১৭তম বিসিএস)

ক. বেডেন পাওয়েল খ. ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তা
গ. প্যারোজ দ্য কুয়েলার ঘ. জুয়ান এন্টনিও সামারথ

৩৮. ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা কে?

(১৬তম বিসিএস)

ক. স্টাইচকভ ও রোবের্তো খ. সালেনকো ও আর্ডেসন
গ. সালেনকো ও স্টাইচকভ ঘ. আর্ডেসন ও রোবের্তো

৩৯. ১৯৯৬ সালের অলিম্পিক গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (১৫তম বিসিএস)

ক. লস এঞ্জেলস খ. আটলান্টা
গ. টোকিও ঘ. নয়াদিল্লি

৪০. ১৯৯২ সালের Wimbledon টেনিস প্রতিযোগিতায় men's singles-এ কে চ্যাম্পিয়ন হন? (১৫তম বিসিএস)

ক. Boris Becker খ. Michael Stich
গ. Andre Agassi ঘ. Stefan Edberg

৪১. 'Club of Vienna' কি? (১৫তম বিসিএস)

ক. অস্ট্রিয়ার একটি বিখ্যাত পাছশালা
খ. পশ্চিম ইউরোপের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বাৎসরিক সভা
গ. একটি বিশ্ব উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান
ঘ. পশ্চিম ইউরোপের চিত্রশিল্পীদের একটি সংগঠন

৪২. প্রতি বছর অক্টোবর মাসের কোন দিন বিশ্ব প্রতিবেশ দিবস (World Habitat Day) পালিত হয়ে থাকে? (১৪তম বিসিএস)

ক. প্রথম সোমবার খ. দ্বিতীয় সোমবার
গ. তৃতীয় সোমবার ঘ. চতুর্থ সোমবার

৪৩. 'গ্লাসনস্ত'-এর অর্থ কি? (১৪তম বিসিএস)

ক. সমাজতন্ত্রের সংগঠন
খ. সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান
গ. খোলামেলা আলোচনা
ঘ. সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান

৪৪. ১৯৯১ সালের উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা কে শিরোপা লাভ করেন?

(১৩তম বিসিএস)

ক. মাইকেল চ্যাং খ. জিন ফিলিপস
গ. মাইকেল স্টিচ ঘ. পিট সাম্প্রাস

৪৫. ১১তম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান যে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় তার নাম- (১২তম বিসিএস)
ক. পিকিং স্পোর্টস স্টেডিয়াম খ. বেইজিং স্পোর্টস স্টেডিয়াম
গ. ওয়ার্কাস স্টেডিয়াম, বেইজিং ঘ. চায়না স্পোর্টস স্টেডিয়াম

৪৬. জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়- (১১তম বিসিএস)
ক. ২৪ অক্টোবর খ. ২৪ আগস্ট গ. ২৪ ডিসেম্বর ঘ. ২৪ নভেম্বর
৪৭. ১৯৯২ সালে বিশ্ব বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় কোথায়? (১১তম বিসিএস)
ক. বার্সেলোনা খ. জুরিখ গ. বার্লিন ঘ. ব্রাসেলস

উত্তরমালা																			
০১	খ	০২	গ	০৩	গ	০৪	ক	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	ক	০৯	খ	১০	খ
১১	গ	১২	খ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	গ	১৮	খ	১৯	খ	২০	গ
২১	গ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ঘ
৩১	খ	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	গ	৩৫	খ	৩৬	ঘ	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	খ
৪১	ঘ	৪২	ক	৪৩	গ	৪৪	গ	৪৫	গ	৪৬	ক	৪৭	ক						

Practice Questions

০১. WTO Stands for-

- World Transport Organization
- World Tea Organization
- World Trade Organization
- World Tennis Organization

০২. INCB-এর পূর্ণরূপ কোনটি?

- International Nutrition Control Board
- International Narcotics Control Board
- International Narcotics Control Bureau
- None of these

০৩. APEC Stands for-

- Arab Petroleum Exporting Co-operation
- Arab Peoples Economic Co-operation
- Asia-Pacific Economic Co-operation
- Asian Petroleum Exporting Co-operation

০৪. ADB stands for :

- Annual Development Dudget
- Actual Development Budget
- Asian Development Bank
- None of these

০৫. DFI বলতে বোঝায়-

- Direct Foreign Investment
- Direct Fair Investment
- Determining Foreign investment
- Desirable Foreign Investment

০৬. ANZUS stands for-

- Australia, New Zealand. UAE and South Africa
- America, New Zealand, United Kingdom and Switzerland
- Australia, New Zealand and United States
- Australia, New Zealand, Uruguay and South Africa

০৭. BIMSTEC stands for :

- Bangladesh- India- Myanmar-Sri Lanka- Thailand Economic Co-operaiton
- Bangladesh-India-Malaysia-Sri Lanka-Thailand Economic Co-operation
- Bay of Bengal initiatives for multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation
- Bangladesh-India-Maldives-Srilanka-Thailand Economic Co-operation

০৮. CIS stands for-

- Commonwealth of Independent States
- Commonwealth of Independent Socie-ties
- Commonwealth of Intelligence services
- Central Intelligence Services

০৯. CPA-এর পূর্ণরূপ-

- Commonwealth Parliamentary Association
- Commonwealth Parliament Association
- Commonwealth Parliamentary Agenci-es
- Commonwealth Parliamentary Authority

১০. CTBT-

- Centre for Training of British Teachers
- Comprehensive Trianing of British Traders
- Comprehensive Nuclear Test ban Treaty
- Computer Training in Banking and Trading

১১. CIRDAP stands for-

- Centre for Integrated Rural Development for Asia and Pacific
- Centre for integral Regional Development for Asia and Pacific
- Centre for Internal Resource Development for Asia and Pacific
- Centre on integrated Rural Development for Asia and the Pacific

১২. Cenral Treaty Organization-

- a. CTO b. CENTO c. CTRO d. CNTO

১৩. What are the full forms of the 'am and pm'?

- a. ante meridiem and pre meridiem
b. after meridiem and pre meridiem
c. ante meridiem and post meridiem
d. ante midnight and post meridiem

১৪. ESCAP means-

- a. Economic and Social Conference for Asia and the Pacific
b. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
c. Economic and SOcial Commissions for Asia and the Pacific
d. Economic and Social Centre for Asia and the Pacific

১৫. Global Trade and Technology Network :

- a. GTTN b. GTATN c. GTN d. GLOTTN

১৬. ICAO কি?

- a. International Cultural Organization
b. International Community Advancement Organization
c. International Civil Aviation Organization
d. International Community for advancement of the Old

১৭. IDB stands for-

- a. International Development Bank
b. Islamic Development Bank
c. Indian Development Bank
d. Inter-country Development

১৮. What does IMF stand for?

- a. International Martime Federation
b. Intravenous Micro Fluid
c. International Monetary Fund
d. None of these

১৯. IPCC তে কি বোঝায়?

- a. Inter governmental Panel on Climate Change
b. International Poverty control Commission
c. International Postal Control and Conduct
d. International Population Control Council

২০. ISBN is related to-

- a. TV channel b. Books and publications
c. Greenhouse d. UN Peacekeeping force

২১. ISO-এর পূর্ণরূপ কি?

- a. International Standardization Organization
b. International Scientific Organization
c. Islamic Socio-culture Organization
d. International Organization for Standa-rdization

২২. Islamic Federation for Science, Technology and Development-

- a. IFSTD b. IFSTAD c. IFFSTD d. IFSTDD

২৩. MFA-এর পূর্ণরূপ কি?

- a. Multi Fiber Arrangement
b. Multi Fiber Agreement
c. Most Favourable Arrangement
d. Most Favourable Agreement

২৪. ক্রিকেট ব্যাটের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত?

- ক. ৯৬. সেমি × ১০.০ সেমি. খ. ৯৫.৫ সেমি. × ৯.০ সেমি.

- গ. ৯৩.০ সেমি. × ৭.০ সেমি. ঘ. ৯৬. সেমি. × ১০.৮ সেমি.

২৫. ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্য -

- ক. 20 yards (২০ গজ) খ. 22 yards (২২ গজ)

- গ. 24 yards (২৪ গজ) ঘ. 30 yards (৩০ গজ)

২৬. কোন খেলার মাঠে দশ টুকরা লাটি থাকে কিন্তু তা কোন খেলোয়াড়ের হাতে থাকে না?

- ক. Football খ. Cricket গ. Basket Ball ঘ. Hocky

২৭. ক্রিকেট খেলার পরিচালনাকারীর নাম-

- ক. রেফারি খ. কোচ গ. আম্পায়ার ঘ. এর কোনটিই নয়

২৮. বার্মি আর্মি-

- ক. বার্মার জঙ্গী বাহিনী খ. ইংল্যান্ড ক্রিকেট টিমের সমর্থক গোষ্ঠী

- গ. বার্মার ফুটবল দল ঘ. বার্মার সশস্ত্র বাহিনী

২৯. ক্রিকেট এলবিডব্লু অর্থ-

- ক. লেগ বিটুইন উইকেটস খ. লেগ বিফোর উইকেট

- গ. লেগ বাই উইকেট ঘ. লেগ ব্রেক উইকেট

৩০. 'বোল্ড আউট'- এর ইংরেজি বানান কি?

- ক. Bowled Out খ. Bolt Out

- গ. Bold Out ঘ. Bound Out

৩১. ICC-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

- ক. দুবাই খ. লন্ডন গ. সিডনি ঘ. মেলবোর্ন

৩২. আইসিসি (ICC) ইংরেজি কি বোঝান?

- ক. International Cricket Council
খ. International Cricket Countries
গ. Innternational Cricket Committee
ঘ. None

৩৩. টেস্ট ক্রিকেট শুরু হয় কত সাল?

- ক. ১৮৭২ খ. ১৮৯৩ গ. ১৮৮৭ ঘ. ১৮৭৭

৩৪. টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান কার?

- ক. শচীন টেডুলকার খ. ব্রায়ান লারা

- গ. সাইদ আনোয়ার ঘ. মার্ক ওয়াহ

৩৫. টেস্টে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের অধিকারী কে?

- ক. হানিফ মোহাম্মদ খ. ম্যাথু হেইডেন

- গ. ব্রায়ান লারা ঘ. গ্যারী সোবার্স

৩৬. অভিষেক টেস্টে সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান কে?

- ক. Aminul Islam খ. Akram Khan

- গ. Shahif Afridi ঘ. Mohammad Ashraful

৩৭. কোন এশীয় ক্রিকেটার দ্রুততম টেস্ট সেঞ্চুরি করেন?

- ক. Afridi খ. Azharuddin

- গ. Wasim Akram ঘ. Ravi Shastri

৩৮. টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে এক ক্রিকেট মৌসুমে Calender year —এ সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ক্রিকেটার-

- ক. মোহাম্মদ ইউসুফ খ. ভিভ রিচার্ডস

- গ. শচীন টেডুলকার ঘ. ব্রায়ান লারা

৩৯. টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট শিকারি কে?

- ক. Washim Akram খ. Kapil Dev

- গ. Shane Warne ঘ. Mutia Muralitharan

৪০. টেস্ট ক্রিকেটে দক্ষিণ এশিয়ার বোলার সর্বাধিক উইকেট লাভ করেছেন?

- ক. ওয়াসিম আকরাম খ. কপিল দেব

- গ. মুন্সিরা মুরালিধরন ঘ. ইমরান খান

৪১. স্টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ৫০০ উইকেট শিকারের কৃতিত্ব অর্জন করেন-

- ক. কোর্টনি ওয়ালশ খ. মুন্ডিয়া মুরালিধরন
গ. শেন ওয়ার্ন ঘ. ওয়াসিম আকরাম

৪২. এক দিনের ক্রিকেট শুরু হয়-

- ক. ৫ জানুয়ারি, ১৯৭১ খ. ৫ জানুয়ারি, ১৯
গ. ৫ জানুয়ারি, ১৯৭৩ ঘ. ৫ জানুয়ারি, ১৯৭৪

৪৩. বর্তমানে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে একটানা জয়ের বিশ্ব রেকর্ড কোন দলের?

- ক. ওয়েস্ট ইন্ডিজ খ. ইংল্যান্ড গ. অস্ট্রেলিয়া ঘ. দক্ষিণ আফ্রিকা

৪৪. একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সর্বাধিক রানের অধিকারী-

- ক. শচীন টেডুলকার খ. ডেসমন্ড হেইগ
গ. সাঈদ আনোয়ার ঘ. ব্রায়ান লারা

৪৫. একদিনের ক্রিকেট ম্যাচে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের অধিকারী-

- ক. রোহিত শর্মা খ. সাঈদ আনোয়ার
গ. অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ঘ. সনাথ জয়সুরিয়া

৪৬. হার্শেল গিবস এক ওভারে ছয়টি ছক্কা মারেন কোন দলের বিপক্ষে?

- ক. ভারতের খ. শ্রীলংকার গ. হল্যান্ডের ঘ. কেনিয়ার

৪৭. একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কোন বোলার সর্বাধিক উইকেট লাভ করেছেন?

- ক. কপিল দেব খ. ওয়াসিম আকরাম
গ. ব্রেট লি ঘ. উক্ত তিনজনের কেউ নন

৪৮. বর্তমানে কোন ক্রিকেটার সর্বোচ্চ ওয়ানডে ম্যাচ খেলার রেকর্ডের অধিকারী?

- ক. শচীন টেডুলকার খ. সাঈদ আনোয়ার
গ. ডেসমন্ড হেইগ ঘ. ব্রেট লি

৪৯. প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে 'ম্যান অব দ্যা ম্যাচ' নির্বাচিত হন কে?

- ক. ক্লাইভ লয়েড খ. ডিভ রিচার্ড গ. অমর নাথ ঘ. ডেভিড বুন্

৫০. বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা প্রথম কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়?

- ক. ইংল্যান্ডে খ. অস্ট্রেলিয়ায় গ. ভারতে ঘ. ওয়েস্ট ইন্ডিজ

৫১. বিশ্বকাপ ক্রিকেটের প্রথম আয়োজন হয় কত সালে এবং কোথায়?

- ক. ১৯৭৫ সালে ইংল্যান্ডের লর্ডস-এ
খ. ১৯৮৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে
গ. ১৯৮৬ সালে ফ্রান্স এর প্যারিসে
ঘ. ১৯৮৭ সালে নেদারল্যান্ডের কোপেন হেগেন-এ

৫২. বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১৫-এর ফাইনালে 'ম্যান অব দ্যা ম্যাচ' নির্বাচিত হন কে?

- ক. সনাথ জয়সুরিয়া খ. শহীদ আফ্রিদি
গ. ফকনার ঘ. মহেন্দ সিং ধোনি

৫৩. বিশ্বকাপ ক্রিকেট-২০১১ এর মাসকটের নাম কি?

- ক. আশ্ব খ. মিশুক গ. স্টাম্পি ঘ. কুটুম

৫৪. সর্বশেষ বিশ্বকাপ ক্রিকেট কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

- ক. Australia and New Zealand খ. West Indies
গ. India, Srilanka, Bangladesh ঘ. England and Scotland

৫৫. অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট দল কতবার চ্যাম্পিয়ানস ট্রফি অর্জন করে?

- ক. একবার খ. দুইবার গ. তিনবার ঘ. চারবার

৫৬. Duckworth Lewis Method কি?

- ক. পদার্থ বিজ্ঞানের একটি খ. রসায়ন বিজ্ঞানের একটি সূত্র
গ. ক্রিকেট খেলায় ব্যবহৃত একটি নিয়ম ঘ. আবহাওয়া সংক্রান্ত একটি নিয়ম

৫৭. কোন ক্রিকেটার 'অক্সফোর্ড ব্লু' ছিলেন?

- ক. কপিল দেব খ. জহির আব্বাস গ. স্টিভ ওয়াহ ঘ. ইমরান খান

৫৮. ফুটবল বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়ান হয়েছে-

- ক. আর্জেন্টিনা খ. ব্রাজিল গ. ইতালি ঘ. ফ্রান্স

৫৯. আদর্শ ফুটবলের ওজন কত আউন্স?

- ক. ১৫-১৬ খ. ১৪-১৬ গ. ১২-১৬ ঘ. ১৩-১৬

৬০. কোন সালে ফুটবল খেলার নিয়ামবলী লিপিবদ্ধ হয়?

- ক. ১৮৪৮ খ. ১৯৫৮ গ. ১৮৪২ ঘ. ১৮৫২

৬১. আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল মাঠের মাপ কত?

- ক. ৮০ গজ × ৬০ গজ খ. ৯০ × ৭০ গজ
গ. ১০০ গজ × ৬০ গজ ঘ. ১১৫ গজ × ৭৫ গজ

৬২. ফুটবল খেলায় কয়ভাবে ট্যাকলিং করা যেতে পারে?

- ক. দুই ভাবে খ. চার ভাবে গ. তিন ভাবে ঘ. পাঁচ ভাবে

৬৩. ফিফা কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

- ক. ২৩ জুন, ১৯০৫ সালে খ. ২১ মে, ১৯০৪ সালে
গ. ২১ মে, ১৯০৫ সালে ঘ. ২২ জুলাই, ১৯০৫ সালে

৬৪. ফিফার কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?

- ক. সুইজারল্যান্ডে খ. ইংল্যান্ডে
গ. যুক্তরাষ্ট্রে ঘ. ব্রাজিলে

৬৫. জিনেদিন জিদান কতবার 'ওয়াল্ড ফুটবলার অব দি ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছেন?

- ক. একবার খ. দুইবার গ. তিনবার ঘ. চারবার

৬৬. বিশ্বকাপ ফুটবল কত বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়?

- ক. ৩ বছর খ. ৪ বছর গ. ৫ বছর ঘ. কোনটিই নয়

৬৭. বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা কখন শুরু হয়?

- ক. ১৯২৬ খ. ১৯৩০ গ. ১৯৩৪ ঘ. ১৯৩৮

৬৮. ২০১০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের স্বাগতিক দেশ কোনটি ছিল?

- ক. অস্ট্রেলিয়া খ. ব্রাজিল গ. দক্ষিণ আফ্রিকা ঘ. নরওয়ে

৬৯. সর্বশেষ বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় কতগুলো দেশ অংশগ্রহণ করে?

- ক. ৩০টি খ. ৩১টি গ. ৩২টি ঘ. ৩৪টি

৭০. বর্তমানে বিশ্বকাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়ান কোন দেশ?

- ক. ব্রাজিল খ. ইতালি গ. জার্মানি ঘ. স্পেন

৭১. পেলে কোন খেলার কিংবদন্তী নায়ক?

- ক. ফুটবল খ. হকি গ. টেনিস ঘ. ক্রিকেট

৭২. বিখ্যাত ফুটবলার 'পেলে'র জন্ম হয়-

- ক. আর্জেন্টিনা খ. ব্রাজিল ঘ. ইতালি ঘ. উরুগুয়ে

৭৩. বিখ্যাত ফুটবলার ম্যারাডোনা কোন দেশের অধিবাসী?

- ক. পেরু খ. ব্রাজিল গ. আর্জেন্টিনা ঘ. উরুগুয়ে

৭৪. জুলে রিমে কোন দেশের অধিবাসী?

- ক. ফরাসি খ. ব্রাজিল গ. জার্মানি ঘ. আর্জেন্টিনা

৭৫. 'টোটাল ফুটবলের জনক' কে?

- ক. জোহান ক্রুইফ খ. হাফেলাঞ্জ গ. সেপ ব্লাটার ঘ. ম্যারাডোনা

৭৬. ভক্তরা কোন ফুটবল খেলোয়াড়কে 'উইজাড অব দ্য ড্রিবল' নামে ডাকতেন?

- ক. রোনাল্ডো খ. স্যার স্টেনলি ম্যাথুজ
গ. পেলে ঘ. ডিয়াগো ম্যারাডোনা

৭৭. বিশ্বকাপ ফুটবলে না খেলেও তারকা হয়েছেন?

- ক. স্কুরবার খ. জর্জ বেস্ট গ. জিকো ঘ. বেকহাম

৭৮. ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেট সর্বাধিক রান করেন কোন খেলোয়াড়?

- ক. কুমার সাঙ্গাকারা খ. মার্টিন গাপটিল
গ. ক্রিস গেইল ঘ. বিরাট কোহলি

৭৯. ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বাধিক রান করেন কোন খেলোয়াড়?

- ক. কুমার সাঙ্গাকারা খ. বিরাট কোহলি
গ. ক্রিস গেইল ঘ. মার্টিন গাপটিল

৮০. ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সর্বাধিক সেঞ্চুরি করেন কোন খেলোয়াড়?

- ক. কুমার সাঙ্গাকারা খ. বিরাট কোহলি
গ. ক্রিস গেইল ঘ. মার্টিন গাপটিল

৮১. ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সর্বাধিক ছক্কা হাকান কোন খেলোয়াড়-

- ক. কুমার সাঙ্গাকারা খ. বিরাট কোহলি
গ. ক্রিস গেইল ঘ. মার্টিন গাপটিল

৮২. ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট নেন কোন খেলোয়াড়?

- ক. মিসেল স্টার্ক খ. মিসেল জনসন গ. টিম সাউদি ঘ. ট্রেন্ট বোল্ট

৮৩. ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন কোন দল?
ক. নিউজিল্যান্ড খ. ইংল্যান্ড গ. অস্ট্রেলিয়া ঘ. ভারত
৮৪. ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ম্যান অব দ্যা ফাইনাল হন কোন খেলোয়াড়?
ক. কুমার সাঙ্গাকারা খ. বিরাট কোহলি
গ. জেমস ফকনার ঘ. মার্টিন গাপটিল
৮৫. ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট হন কোন খেলোয়াড়?
ক. মিসেল স্টার্ক খ. বিরাট কোহলি
গ. জেমস ফকনার ঘ. মার্টিন গাপটিল
৮৬. ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ফাইনাল ম্যাচ কোন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়?
ক. মেলবোর্ন খ. সিডনি গ. অকল্যান্ড ঘ. ওয়েলিংটন
৮৭. ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কোন দেশের খেলোয়াড়রা কোন সেঞ্চুরি করতে পারেননি?
ক. স্কটল্যান্ড খ. আফগানিস্তান গ. ইউ এ ই ঘ. বাংলাদেশ
৮৮. ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে মোট কতটি হ্যাটট্রিক হয়েছে?
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি
৮৯. ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে দলীয় সবোচ্চ রান কত এবং কোন দেশ?
ক. ৪১৭, অস্ট্রেলিয়া খ. ৪২০, ইংল্যান্ড
গ. ৪২৫, ভারত ঘ. ৪৩৭, দ. আফ্রিকা
৯০. ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ কতটি ক্রিকেট বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেছেন?
ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. ৬টি
৯১. বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পরপর দুই ম্যাচে কোন বাংলাদেশী ক্রিকেটার সেঞ্চুরি করেছেন?
ক. তামিম খ. মাহমুদুল্লাহ ঘ. আশরাফুল ঘ. সাকিবুল হাসান
৯২. বিশ্বকাপ বাংলাদেশের এক ইনিংস-এ সর্বোচ্চ রান কত?
ক. ৩২০ খ. ৩২২ গ. ৩২৫ ঘ. ৩৩০
৯৩. টেনিস খেলার জন্য কোথায়?
ক. আমেরিকায় খ. ইংল্যান্ড গ. অস্ট্রেলিয়ায় ঘ. নিউজিল্যান্ডে
৯৪. লন টেনিস (ডাবল) কোর্টের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কত?
ক. ৭৪' x ৩৭' খ. ৭৭' x ৩৮' গ. ৭৪' x ৩৬' ঘ. ৭২' x ৩৬'
৯৫. গ্র্যান্ডসলাম শব্দটি সম্পর্কিত-
ক. Hockey খ. Tennis গ. game of Cards ঘ. Rugby
৯৬. গ্র্যান্ডসলাম খ্যাতি অর্জনের জন্য এক বছরে কয়টি ট্রফি জিতে হয়?
ক. ৫টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি
৯৭. উইম্বলডন বিখ্যাত-
ক. Golf Championships খ. Lwn Tennis
গ. Horse racings ঘ. Table Tennis Championship
৯৮. উইম্বলডন কোন খেলার জন্য পরিচিত?
ক. ক্রিকেট খ. টেনিস গ. ফুটবল ঘ. দাবা
৯৯. টেনিসের বিখ্যাত কেন্দ্র উইম্বলডন কোথায় অবস্থিত?
ক. Australia খ. USA গ. England ঘ. France
১০০. Steffi Graf was a-
ক. Movie actress খ. Singer
গ. Tennis Player ঘ. Canada
১০১. সেরেনা উইলিয়াম কোন খেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত?
ক. শুটিং খ. এথলেটিক্স গ. ব্যাডমিন্টন ঘ. কোনোটিই নয়
১০২. মারিয়া শারাপোভা কোন দেশের খেলোয়াড়?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. রাশিয়া গ. লিথুয়ানিয়া ঘ. জার্মানি
১০৩. সানিয়া মির্জা কে?
ক. টেনিস তারকা খ. দিয়া মির্জার বোন গ. মহিলা বোমাবাজ ঘ. অভিনেত্রী
১০৪. 'Straw Vote' means-/ স্ট্র-ভোট কি?
ক. Unofficial Poll of Puablic Opinion
খ. Poll based on random representation
গ. Yes – No Vote ঘ. Manipulated election

১০৫. Persona-non-grata শব্দ সমষ্টি যে বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-
ক. রাজনীতিবিদ খ. ক্রীড়াবিদ গ. ব্যবসায়ী ঘ. কূটনীতিবিদ
১০৬. জর্জ কেনান মার্কিন কূটনীতির ক্ষেত্রে কেন প্রসিদ্ধ?
ক. কূটনীতির নতুন ধারণা দেন
খ. 'Containment Doctrine'-এর প্রবক্তা
গ. Detente প্রক্রিয়ার কর্তৃপক্ষ
ঘ. নিবারণক তত্ত্বের জন্মদাতা
১১১. 'Attache' বলতে কী বোঝায়?
ক. দক্ষ ব্যক্তি খ. অদক্ষ ব্যক্তি গ. কর্মঠ ব্যক্তি ঘ. অলস ব্যক্তি
১১২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাফার স্টেট বলা হয়-
ক. পোল্যান্ড খ. যুক্তরাজ্য গ. ? ঘ. ফ্রান্স
১১৩. Ping Pong Diplomacy এর মাধ্যমে কোন কোন দেশের সাথে নতুন করে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়?
ক. USA – UK খ. India - Rusia
গ. China – Russia ঘ. Bangladesh – India
১১৪. রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ কোনটি?
ক. সরকারি দল খ. বেসরকারি দল গ. বিরোধী দল ঘ. সুশীল সমাজ
১১৫. Straw Vote কী?
ক. বেসরকারি ভোট খ. সরকারি ভোট
গ. প্রাতিষ্ঠানিক ভোট ঘ. কোনোটিই নয়
১১৬. Gun Boat Diplomacy কী?
ক. নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করার কূটনীতি খ. বাণিজ্যিক কূটনীতি
গ. ভয় দেখানোর কূটনীতি ঘ. অর্থনৈতিক কূটনীতি
১১৭. ভিয়েনা কনভেনশন কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ১৯৬০ খ. ১৯৭১ গ. ১৯৬১ ঘ. ১৯৭৫
১১৮. ভিয়েনা কনভেনশন কী?
ক. যুদ্ধাহতের প্রতি সদ্যবহার খ. যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণ
গ. কূটনৈতিকদের সুযোগ সুবিধা প্রদান ঘ. কোনোটিই নয়
১১৯. 'মনরো নীতি' ঘোষণা হয়-
ক. ১৯২৩ খ. ১৯২৪ গ. ১৮২৩ ঘ. ১৮২৪
১২০. Plebiscite – কী?
ক. জরিপ খ. সরকারি ভোট গ. গণভোট ঘ. বেসরকারি ভোট
১২১. ট্রুমান নীতি ঘোষণা হয়-
ক. ১৯৪৭ খ. ১৯৪৬ গ. ১৯৪৫ ঘ. ১৯৪৪
১২২. ডমিনো তত্ত্ব কোন অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য?
ক. দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া খ. দক্ষিণ এশিয়া
গ. ইউরোপের জন্য ঘ. উত্তর আফ্রিকার জন্য
১২৩. Amicus Curry কাদেরকে বোঝায়?
ক. আদালতের বন্ধু খ. আদালতের শত্রু
গ. শুদ্ধ আদায়কারী ঘ. কূটনীতিবিদ
১২৪. আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উদযাপিত হয়-
ক. ৩ জুন খ. ১১ জুলাই গ. ২১ সেপ্টেম্বর ঘ. ১৬ ডিসেম্বর
১২৫. বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপিত হয়-
ক. ০১ জুন খ. ১১ জুলাই গ. ০৭ জুলাই ঘ. ১১ জুন
১২৬. বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালিত হয়ে থাকে-
ক. ২রা আগস্ট খ. ৯ই আগস্ট গ. ৭ আগস্ট ঘ. ১৯ আগস্ট
১২৭. আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস পালিত হয়-<ক. ৫ সেপ্টেম্বর খ. ১৫ সেপ্টেম্বর গ. ৫ অক্টোবর ঘ. ১৫ অক্টোবর
১২৮. কোন তারিখে জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়?
ক. ২৪ অক্টোবর খ. ২৪ নভেম্বর গ. ২৪ ডিসেম্বর ঘ. ২৪ জানুয়ারি
১২৯. মানবাধিকার দিবস পালিত হয় কোন দিনটিতে?
ক. ২৬ জুন খ. ১ মে গ. ১ আগস্ট ঘ. ১০ ডিসে:

১৩০. খেলাধুলা সংক্রান্ত সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত সর্বোচ্চ আদালতের নাম-
ক. কোর্ট অব ডিসিপ্লিন খ. কোর্ট অব আরবিট্রেশন
গ. কোর্ট অব প্লে ঘ. কোর্ট অব গেমস অ্যাফেয়ার্স
১৩১. ক্রিকেটের পিতৃভূমি বলে পরিচিত-
ক. অস্ট্রেলিয়া খ. ওয়েস্ট ইন্ডিজ গ. ইংল্যান্ড ঘ. ভারত
১৩২. ক্রিকেটের নিয়মাবলী রচনা ও প্রবর্তন করে কোন ক্লাব?
ক. লন্ডন ক্লাব খ. মেলবোর্ন ক্লাব
গ. লিভারপুল ক্লাব ঘ. অস্ট্রেলিয়ান ক্লাব
১৩৩. ক্রিকেট খেলার নিয়মাবলী প্রথম বিধিবদ্ধ হয়-
ক. ১৯৭৪ খ. ১৮৭৫ গ. ১৭৫০ ঘ. ১৯০০
১৩৪. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য' কোন শতকে রচিত?
ক. এগারো শতকে খ. পনের শতকে গ. তের শতকে ঘ. চৌদ্দ শতকে
১৩৫. গোয়েরনিকা কী?
ক. ভার্সু খ. চিত্রকলা গ. বই ঘ. স্থান
১৩৬. আইএসবিএন যে উপকরণ চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়-
ক. বই খ. সাময়িকী গ. সফটওয়্যার ঘ. হার্ডওয়্যার
১৩৭. মেঘদূত-এর অনুবাদক-
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. বিষ্ণু দে গ. বুদ্ধদেব বসু ঘ. সমর সেন
১৩৮. 'ফ্রম থার্ড ওয়ার্ল্ড টু ফাস্ট' বইয়ের লেখক-
ক. নেলসন ম্যান্ডেলা খ. লি কুয়ান ইউ গ. আ.লুইস ঘ. নাগিব মাহফুজ
১৩৯. 'খিসরাস' হলো এক রকম-
ক. বিশ্বকোষ খ. গবেষণামূলক গ্রন্থ গ. ব্যাকরণ ঘ. অভিধান
১৪০. 'নিমজ্জন' নাটকটি লিখেছেন-
ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. সাঈদ আহমেদ
গ. সেলিম আল দীন ঘ. আবদুল্লাহ আল মামুন
১৪১. চার্লস ডি'ওলির 'Antiquities of Dacca' কী ধরনের গ্রন্থ?
ক. ভ্রমণ কাহিনী খ. চিত্রশিল্প গ. কবিতা ঘ. অর্থনীতি
১৪২. 'Ode to a Nightingale' কবিতার রচয়িতা-
ক. কিপলিং খ. শেলী গ. ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঘ. কীটস
১৪৩. 'The Idea of Justice' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. অরুণা সেন খ. উইলিয়াম রসোট
গ. মাইকেল সিম্বট ঘ. গুনার মিরডাল
১৪৪. 'লং ওয়াক টু ফ্রিডম' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. মহাত্মা গান্ধী খ. নেলসন ম্যান্ডেলা গ. মওলানা আজাদ ঘ. রিচার্ড নিম্ব্রন

১৪৫. 'ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. জওহরলাল নেহেরু খ. মুহম্মদ আলী জিন্নাহ
গ. এম কে গান্ধী ঘ. মওলানা আবুল কালাম আজাদ
১৪৬. 'দি গড অব স্মল থিংস' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
ক. ভি. এস. নায়পল খ. সালমান রুশদী
গ. অরুন্ধতী রায় ঘ. বিক্রম শেঠ
১৪৭. 'পোয়েটিকস' কি?
ক. সাহিত্যতত্ত্ব খ. কাব্যগ্রন্থ গ. নাটক সংগ্রহ ঘ. ধর্মগ্রন্থ
১৪৮. ডি এস নাইপল কোন বইটির রচয়িতা?
ক. India Wins Freedom খ. The Enigma of Arrival
গ. Heart of Darkness ঘ. The Guide
১৪৯. শেক্সপীয়ারের রচনা নয়-
ক. কিং লিয়ার খ. টুয়েলভথ নাইট গ. ফাউস্ট ঘ. দি টেম্পেস্ট
১৫০. 'দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ' গ্রন্থের রচয়িতা-
ক. সায়মন ড্রিং খ. আর্চার কে ব্রাড
গ. এ্যালেন গিলবার্গ ঘ. এ্যাঙ্কনি মাসকারেনহাস
১৫১. 'দ্য ভিক্সি কোড' উপন্যাসের রচয়িতা-
ক. শেক্সপীয়ার খ. উইলিয়াম ফকনার গ. আয়ান ফ্লেমিং ঘ. ড্যান ব্রাউন
১৫২. 'এ গোল্ডেন এজ' উপন্যাসটির রচয়িতা-
ক. তাহমিমা আনাম খ. মনিকা আলী
গ. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ঘ. এদের কেউ নন
১৫৩. ইমাম গাজালী কোন গ্রন্থটি লিখেছেন?
ক. মুকাদ্দিমা খ. যে সত্যের মৃত্যু নেই
গ. শাহনামা ঘ. কিমিয়ায়ে শাহাদাদ
১৫৪. 'দি প্রিন্স' এর লেখক কে?
ক. প্রটো খ. রুশো গ. ম্যাকিয়াভেলি ঘ. লক
১৫৫. নিম্নের কোন গ্রন্থটি কার্ল মার্কস রচিত?
ক. ফিলোজফি অব পডার্টি খ. ওয়েলথ অব নেশানস
গ. ডিভিশন অব লেবর ঘ. দি ক্যাপিটাল
১৫৬. 'ওয়েলথ অব নেশানস' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. কার্ল মার্কস খ. এ্যাডাম স্মিথ গ. রিকার্ডো ঘ. ম্যাক্স ওয়েবার
১৫৭. নিচের কোন উপন্যাসটি বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখিকা মনিকা আলীর লেখা?
ক. Brick Line খ. The Company of Woman
গ. Shame ঘ. September on Jessore Road

শ্রেণী উত্তরমালা ৪৬																	
০১	গ	০২	খ	০৩	গ	০৪	গ	০৫	ক	০৬	গ	০৭	গ	০৮	ক	০৯	ক
১১	ঘ	১২	খ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক
২১	ক	২২	খ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	খ
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	ঘ	৩৪	ক	৩৫	গ	৩৬	ঘ	৩৭	খ	৩৮	ক	৩৯	ঘ
৪১	খ	৪২	ক	৪৩	গ	৪৪	ক	৪৫	ক	৪৬	গ	৪৭	ঘ	৪৮	ক	৪৯	ক
৫১	ক	৫২	গ	৫৩	গ	৫৪	ক	৫৫	ক	৫৬	গ	৫৭	ঘ	৫৮	খ	৫৯	খ
৬১	ঘ	৬২	গ	৬৩	খ	৬৪	ক	৬৫	গ	৬৬	খ	৬৭	খ	৬৮	গ	৬৯	গ
৭১	ক	৭২	খ	৭৩	গ	৭৪	ক	৭৫	ক	৭৬	খ	৭৭	খ	৭৮	খ	৭৯	ঘ
৮১	গ	৮২	ক	৮৩	গ	৮৪	গ	৮৫	ক	৮৬	ক	৮৭	খ	৮৮	খ	৮৯	গ
৯১	খ	৯২	খ	৯৩	খ	৯৪	গ	৯৫	খ	৯৬	ঘ	৯৭	ঘ	৯৮	খ	৯৯	গ
১০১	ঘ	১০২	খ	১০৩	ক	১০৪	ক	১০৫	ঘ	১০৬	খ	১০৭	ক	১০৮	ক	১০৯	ঘ
১১১	ক	১১২	গ	১১৩	খ	১১৪	গ	১১৫	ক	১১৬	গ	১১৭	গ	১১৮	গ	১১৯	গ
১২১	ক	১২২	ক	১২৩	ক	১২৪	গ	১২৫	খ	১২৬	খ	১২৭	ঘ	১২৮	ক	১২৯	ঘ
১৩১	গ	১৩২	খ	১৩৩	গ	১৩৪	ঘ	১৩৫	খ	১৩৬	ক	১৩৭	গ	১৩৮	খ	১৩৯	ঘ
১৪১	খ	১৪২	খ	১৪৩	ক	১৪৪	খ	১৪৫	ঘ	১৪৬	গ	১৪৭	খ	১৪৮	খ	১৪৯	খ
১৫১	ঘ	১৫২	ক	১৫৩	ঘ	১৫৪	গ	১৫৫	ঘ	১৫৬	খ	১৫৭	ক				